শ্রীমতি এস. বাণীথা

বনাম

ডেপুটি কমিশনার, বেঙ্গালুরু নগর জেলা ও অন্যান্যরা

(২০২০ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৩৮২২)

ডিসেম্বর ১৫, ২০২০

[ড. ধনঞ্জয়া ওয়াই চন্দ্রচূড়, ইন্দু মালহোত্রা এবং ইন্দিরা ব্যানার্জী, বিচারপতিগণ]

অভিভাবক ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন, ২০০৭

আইনের অধীনে আবেদন - বিবাদী নং ২ এবং ৩ তাদের পুত্রবধূ (আপিলকারী) কে তাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য - আপিলকারীর আবেদন যে তিনি তার বৈবাহিক বাসস্থান হিসাবে বাড়িতে বসবাস করছিলেন এবং তার স্বামী (বিবাদী নং ৪) তাকে এবং তাদের মেয়েকে ছেড়ে চলে গেছেন - সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আপিলকারীকে বাড়িটি খালি করার নির্দেশ দিয়েছেন - রিট আবেদন - হাইকোর্টের একক বিচারক রায় দিয়েছেন যে আপিলকারীর বিবাদী নং ২ এবং ৩ এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ নেই কারণ তারা বাড়ির মালিক এবং আশ্রয় দাবি করার অধিকার কেবল তার স্বামীর বিরুদ্ধেই মিথ্যা - হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের রায়কে সমর্থন করেছে - সুপ্রিম কোর্টে আপিল - সিধান্তঃ প্রশ্নবিদ্ধ প্রাঙ্গণটি পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী সুরক্ষা আইন, ২০০৫ এর ধারা ২(ধ) এর অর্থ অনুসারে একটি 'ভাগ করা পরিবার' গঠন করে - ২০০৫ আইনের উদ্দেশ্য হল একটি ভাগ করা পরিবারে নারীর বসবাসের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া - উভয় আইনই জনকল্যাণ এবং স্বার্থের কল্যাণকর দিকগুলি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে তৈরি - উভয় আইন বিশেষ আইন - উভয় আইনেরই সুসংগত ব্যাখ্যা করতে হবে - ২০০৫ সালের আইনের অধীনে একটি ভাগাভাগি পরিবারের জন্য বসবাসের আদেশ পাওয়ার অধিকার ২০০৭ সালের আইনের অধীনে উচ্ছেদের আদেশ নিশ্চিত করে নষ্ট করা যাবে না। ২০০৭ সালের আইনের অধীনে চাওয়া প্রতিকারের প্রভাব ২০০৫ সালের আইনের অধীনে অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগী প্রতিকারকে বাদ দিতে পারে না - ২০০৭ সালের আইনের ধারা ২(খ) এর অধীনে কল্পনা করা ভরণপোষণের এমন প্রতিকার প্রদান করা ২০০৭ সালের আইনের অধীনে একটি ট্রাইব্যুনালের জন্য উপযুক্ত হবে যা অন্যান্য আইনের অধীনে প্রতিযোগী প্রতিকারকে বাদ দেয় না - ২০০৭ সালের আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালের ২০০৫ এবং ২০০৭ সালের আইনের অধীনে দাবিকারী পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিগুলি লক্ষ্য করার পরে যথাযথভাবে প্রতিকার তৈরি করা উচিত

-২০০৭ সালের আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে যৌথ পরিবারের জন্য ত্রাণ পাওয়ার পরে, ২০০৫ সালের আইনের ধারা ২৬ (৩) অনুসারে ২০০৫ সালের আইনের অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করা ক্ষতিগ্রস্ত মহিলার কর্তব্য-এই পদক্ষেপের ফলে উভয় গোষ্ঠীর জন্য দ্রুত ত্রাণ নিশ্চিত হবে - পারিবারিক সহিংসতা থেকে নারী সুরক্ষা আইন, ২০০৫ - ধারা ২(ধ), ১৭, ২৬(৩) এবং ৩৬।

বিধির ব্যাখ্যাঃ

দুটি বিশেষ আইন-প্রচলিত প্রভাব-সিধান্তঃ যেখানে উভয় আইনে অপ্রতিরোধ্য ধারাগুলি রয়েছে, সেখানে পরবর্তী আইনটি প্রাধান্য পাবে-তবে, বিশেষ আইনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে উভয় আইনের প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হবে যে কোনটি একটির উপর অন্যটির প্রাধান্য পাবে-দোভাষীকে অবশ্যই প্রাথমিক প্রচেষ্টা করতে হবে, আবগারি নয়।

সংজ্ঞা প্রকরণ-এর ব্যাখ্যা-সিধান্তঃ যেখানে একটি অভিব্যক্তির সংজ্ঞা 'মানে' গ্রহণ করে এবং শর্ত অন্তর্ভুক্ত করে, সেখানে এটি সম্পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে।

শব্দ এবং বাক্যাংশঃ

'যৌথ পরিবার'-এর অর্থ, পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের প্রতিরোধ আইন, ২০০৫-এর প্রেক্ষাপটে।

আপিলের অনুমতি দিয়ে আদালত

আদেশঃ ১. প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ২৩ ধারার উপ-ধারা (২)-এর বিধানগুলি বিবেচনা করলে, এটি স্পষ্ট যে এটি এমন একটি পরিস্থিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের কোনও সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই জাতীয় সম্পত্তি বা তার কিছু অংশ লুণ্ঠন করা হয়। বর্তমান ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হল যে পুত্রবধূ, অর্থাৎ আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। জমি, যেখানে বাড়িটি নির্মিত হয়েছে, মূলত আবেদনকারীদের পুত্র কিনেছিলেন যারা তাদের পুত্রবধূকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন। পুত্র আবেদনকারীর সাথে তার বিয়ের কয়েক মাস আগে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বাবার কাছে একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি লুণ্ঠন করেছিলেন এবং কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এটি একই বিবেচনার জন্য ছিল এই বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। বাবা, পরিবর্তে, তাঁর স্ত্রীর পক্ষে একটি উপহার দলিল কার্যকর করেছিলেন। আপিলকারী দাবি করেছেন যে আবেদন দাখিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার বৈবাহিক বাসস্থান হিসেবে বাড়িতেই বসবাস করছিলেন।

তার স্ত্রী (তার মতে) তাকে এবং তাদের নাবালিকাকে ছেড়ে চলে গেছে। বকেয়া পরিশোধ না করার জন্য প্রাঙ্গনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তাদের মেয়ে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির আবেদন করেছে তবে তার বাবা-চতুর্থ উত্তরদাতা কোনও আর্থিক সহায়তা দেননি। যে স্থানান্তরগুলি ঘটেছে তা চলমান বৈবাহিক বিরোধের প্রেক্ষাপটে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। [অনুচ্ছেদ ১৭ এবং ২৩] [১০৮৭-সি-ডি; ১০৭৭-ই-এইচ; ১০৭৮-এ]

২.১ আবেদনকারী আবেদন করেছেন যে, পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন, ২০০৫ (পিডব্লিউডিভি আইন)-এর ধারা ২(ধ)-এর অর্থের মধ্যে প্রাঙ্গণটি একটি "যৌথ পরিবার" গঠন করে। ধারা ২(ধ)-এ "যৌথ পরিবার" অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা একটি "অর্থ এবং অন্তর্ভুক্ত" সংজ্ঞার পরিচিত আইনী সূত্র ব্যবহার করে। যেখানে একটি আইনে একটি অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা একটি 'উপায় এবং অন্তর্ভুক্ত' শর্ত গ্রহণ করে, এটি সম্পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়। সংজ্ঞার 'অর্থ' অংশটি নির্দেশ করে যে সাধারণত অভিব্যক্তিটির আওতায় কী পড়বে, যখন 'অন্তর্ভুক্ত' উপাদানটি এটিকে একটি বর্ধিত অর্থ দেয়। তারা একসাথে ইঙ্গিত দেয় যে আইনসভা সংজ্ঞার আওতায় কী পড়ে তার একটি সম্পূর্ণ গণনার ব্যবস্থা করেছে। 'মানে' অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এটিকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অন্যদিকে, 'অন্তর্ভুক্ত' অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এটিকে আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। 'অন্তর্ভুক্ত' অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে আইনসভা একটি অভিব্যক্তি ব্যবহার করে 'অন্তর্ভুক্ত' অন্তর্ভুক্ত করে, বাক্যাংশের অর্থ সত্ত্বেও, একটি অভিপ্রায়ঃ "সংবিধির মূল অংশে উপস্থিত শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ প্রসারিত করা"। "অন্তর্ভুক্ত" ব্যবহার করা হয় যাতে বোঝা যায়ঃ "কেবল সেই জিনিসগুলিই নয় যা তারা তাদের প্রকৃতি এবং আমদানি অনুসারে বোঝায় তবে সেই জিনিসগুলিও যা ব্যাখ্যা ধারা ঘোষণা করে যে তারা অন্তর্ভুক্ত করবে।" [অনুচ্ছেদ ১৮] [১০৭৮-সি; ১০৭৯-বি- ডি-এফ]

বিচারপতি জি পি সিং কর্তৃক সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিমালা, লেক্সিস নেক্সিস, ১৪তম সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৯ - উল্লেখ করা হয়েছে।

২.২ যাইহোক, যখন একটি সংবিধিবদ্ধ সংজ্ঞা 'উপায় এবং অন্তর্ভুক্ত' পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন উদ্দেশ্য হল সংজ্ঞাটিকে সম্পূর্ণ করা। পিডাবলুডিভি আইন ২০০৫ এর ধারা ২(ধ) তে 'ভাগ করা পরিবার'-এর সংজ্ঞা সম্পূর্ণ।

২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের ধারা ২(ধ)-এ 'ভাগ করা পরিবার' অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞাটি দুটি অংশে রয়েছেঃ সংজ্ঞার অংশে 'ভাগ করা পরিবার' অভিব্যক্তিটির অর্থ হল (i) এমন একটি পরিবার যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এককভাবে বা উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বাস করে বা (ii) যে কোনও পর্যায়ে এককভাবে বা উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করে। এর পরে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাদান রয়েছে, যাতে এমন একটি পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় (i) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং উত্তরদাতার যৌথ মালিকানাধীন বা ভাড়াটিয়া হোক বা (ii) তাদের উভয়ের মালিকানাধীন বা ভাড়াটিয়া হোক, যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উত্তরদাতা বা উভয়েরই যৌথভাবে বা এককভাবে কোনও অধিকার, উপাধি বা বর্ধিত অর্থ রয়েছে, যা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বা বর্ধিত অর্থও দেওয়া হয়েছে, যা এমন একটি পরিবারের জন্য প্রসারিত যা যৌথ পরিবারের অন্তর্গত হতে পারে যার মধ্যে উত্তরদাতা একজন সদস্য, উত্তরদাতা বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির যৌথ পরিবারে কোনও অধিকার, শিরোনাম বা সুদ রয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে। 'বিভ্রান্তিকর সংজ্ঞার "শেষ অংশের উদ্দেশ্য হল যৌথ পরিবারের অর্থ এমন একটি পরিস্থিতিতে প্রসারিত করা যেখানে গৃহকর্তা প্রকৃতপক্ষে একটি যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যার মধ্যে উত্তরদাতা একজন সদস্য। আইনসভা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে যদিও উত্তরদাতা বা এই জাতীয় ক্ষেত্রে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির ভাগ করা পরিবারে কোনও অধিকার, উপাধি বা স্বার্থ থাকতে পারে না, তবে তা নির্বিশেষে সংজ্ঞার আওতায় পড়বে। [অনুচ্ছেদ ১৮ এবং ১৯] [১০৮০-বি-সি, ই-এইচ; ১০৮১-এ-বি]

সতীশ চন্দ্র আহুজা বনাম স্নেহা আহুজা ২০২০ সালের ২৪৮৩ নং দেওয়ানি আপিল, ১৫ই অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে-উপর নির্ভরশীল।

৩.১ পি. ডব্লিউ. ডি. ভি আইন ২০০৫-এর ৩৬ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, এই আইনের বিধানগুলি বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের বিধানগুলির অতিরিক্ত হবে এবং অবমাননা করা হবে না। এর উদ্দেশ্য হল এই আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিকারগুলি অন্যান্য প্রতিকারের পাশাপাশি যাতে স্থানচ্যুত না হয় তা নিশ্চিত করা, পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন ২০০৭ নিঃসন্দেহে একটি পরবর্তী আইন এবং এর ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও এর বিধানগুলি কার্যকর হবে। তবে, ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের ৩ নম্বর ধারার বিধানগুলি, যা এটিকে সর্বাধিক বলপ্রয়োগ এবং প্রভাব প্রদান করে, তা কেবল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে না যে, ২০০৫ সালের পিডাবলুডিভি আইনের অধীনে, কোনও মহিলাকে একটি ভাগাভাগি পরিবারে অধিকার দাবি করলে তাকে বঞ্চিত করা হবে। [অনুচ্ছেদ ২০] [১০৮২-জি-এইচ; ১০৮৩-এ-সি]

৩.২ বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি নির্দেশ করে যে, দুটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে অপ্রতিরোধ্য ধারা থাকলে পরবর্তী আইনটি সাধারণত প্রাধান্য পাবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এ একটি অপ্রতিরোধ্য প্রকরণ রয়েছে। তবে, বিশেষ আইনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, উভয় আইনের প্রভাবশালী উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে নির্ধারণ করা যায় যে কোনটি অন্যটির উপর প্রাধান্য পাবে। দোভাষীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা অবশ্যই সমন্বয় করা উচিত, আবগারি নয়। বর্তমান ক্ষেত্রে, পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ৩৬ নং ধারাটি, যদিও একটি অ-অবরুদ্ধ ধারার প্রকৃতির নয়, তবে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ৩ নং ধারার অ-অবরুদ্ধ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা একটি পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করে। [অনুচ্ছেদ ২০] [১০৮৩-সি-ডি; ১০৮৪-বি-সি]

সলিডায়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ফেয়ারগ্রোথ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, (২০০১) ৩ এস. সি. সি ৭১ ঃ [২০০১] ১ এস. সি. আর ৯৩২; ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম কেতন পারেখ (২০০৮) ৮ এস. সি. সি ১৪৮ ঃ [২০০৮] ৯ এস. সি. আর ৩৪৬; পাইওনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০১৯) ৮ এস. সি. সি ৪১৬ ঃ [২০১৯] ১০ এস. সি. আর ৩৮১-এর উপর নির্ভরশীল।

৩.৩ উভয় আইনই জনকল্যাণ এবং স্বার্থের কল্যাণকর দিকগুলি নিয়ে কাজ করার জন্য তৈরি। ২০০৫ সালের পিডাবলুডিভি আইনটি পারিবারিক সহিংসতার সমস্যাগুলি মোকাবেলা করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল, যা উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতি অনুসারে, "ব্যাপকভাবে প্রচলিত কিন্তু জনসাধারণের কাছে এটি মূলত অদৃশ্য রয়ে গেছে"। উদ্দেশ্য এবং কারণের বিবৃতি ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ক ধারায় স্বামী বা আত্মীয়ের দ্বারা একজন মহিলার নিষ্ঠুরতার শিকার হওয়ার কারণে একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ তৈরি করা হয়েছিল, তবে দেওয়ানি আইন সম্পূর্ণরূপে এর ঘটনাটিকে মোকাবেলা করেনি। অতএব, সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদের বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, সংসদ একটি আইন প্রণয়ন করেছে যা "নাগরিক আইনের অধীনে একটি প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে যা নারীকে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং সমাজে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা রোধ করবে"। [অনুচ্ছেদ ২১] [১০৮৪-সি-ই]

৩.৪ পি. ডব্লিউ. ডি. ভি আইন, ২০০৫-এর উদ্দেশ্য হল মহিলাদের বাসস্থান সুরক্ষিত করার অধিকারের ব্যবস্থা করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া এবং একটি বৈবাহিক বাড়িতে বা একটি যৌথ পরিবারে বসবাস করার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তা সে যৌথ পরিবারে কোনও অধিকার বা অধিকার থাকুক বা না থাকুক। [অনুচ্ছেদ ২১] [১০৮৫-বি-সি]

৩.৫ পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অর্থের মধ্যে একটি যৌথ পরিবারে কোনও মহিলার অধিকারের প্রতিযোগিতামূলক অধিকার নির্বিশেষে, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-কে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি অগ্রগামী শক্তি এবং প্রভাবের অনুমতি দেওয়া, পরবর্তী আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ যে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল তা পরাজিত করবে। প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করার আইনটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে তারা যেন নিঃস্ব না হয়, বা তাদের সন্তান বা আত্মীয়দের করুণায় না থাকে। পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর উদ্দেশ্যকে বিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার স্বচ্ছতার দ্বারা উপেক্ষা করা যায় না। উভয় ধরনের আইনকেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অতএব, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে উচ্ছেদের আদেশ পাওয়ার সহজ উপায় দ্বারা একটি যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে বসবাসের আদেশ সুরক্ষিত করার অধিকার কোনও মহিলার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। [অনুচ্ছেদ ২১] [১০৮৫-জি-এইচ; ১০৮৬-এ-বি]

৩.৬ প্রবীণ নাগরিকদের দ্রুত এবং সাশ্রয়ী প্রতিকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ জারি করা হয়েছিল। তদনুসারে, ৭ নং ধারার অধীনে ট্রাইবুনেল গঠন করা হয়েছিল। এই ট্রাইবুনেলগুলির ৮ নং ধারার অধীনে দেওয়ানি আদালতের সমস্ত ক্ষমতা সহ তদন্তের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে। দেওয়ানি আদালতগুলির এখতিয়ার প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ২৭ ধারার অধীনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, "প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ৩ ধারার অধীনে আবেদনকারীদের দ্বারা চাওয়া প্রতিকারের জন্য অতিরিক্ত প্রভাব, পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রতিকার এবং সুরক্ষাকে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করা যায় না। পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ একটি বিশেষ আইনের প্রকৃতির, যা লিঙ্গ বৈষম্য সংশোধন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় যা মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের আকারে ছড়িয়ে পড়ে। [অনুচ্ছেদ ২২] [১০৮৬-বি-ডি]

৩.৭ উভয় আইনের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে একটি ট্রাইব্যুনালের পক্ষে উপযুক্ত হবে যেটি ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের ধারা ২(খ) এর অধীনে কল্পনা করা হয়েছে যে, যা অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিকারগুলিকে বাদ দেয় না, যেমন পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫। [অনুচ্ছেদ ২২] [১০৮৬-ই]

৩.৮ পিডব্লিউডিভি আইনের ধারা ২৬ কোনও দেওয়ানি আদালত থেকে যে কোনও আইনি কার্যক্রমে আবাসনের আদেশের জন্য ত্রাণ সহ কিছু ছাড় পাওয়ার ক্ষমতা দেয়। অতএব, যদি কোনও সমন্বিত বিরোধের অভিযোগ করা হয়, যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে যেখানে মামলা প্রাঙ্গণটি আইন দ্বারা সুরক্ষিত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থান, তবে পি. ডব্লিউ. ডি. ভি আইন ২০০৫ এবং প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে দাবি করা পক্ষগুলির প্রতিযোগিতামূলক দাবিগুলি লক্ষ্য করার পরে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের পক্ষে যথাযথভাবে ত্রাণ তৈরি করা উপযুক্ত হবে। প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭-এর ধারা ৩-কে আইনের অন্যান্য সুরক্ষাগুলিকে, বিশেষত পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ১৭-এর অধীনে একটি 'ভাগ করা পরিবারের' অধিকারকে অগ্রাহ্য ও বাতিল করার জন্য প্রয়োগ করা যাবে না। যদি "ক্ষুব্ধ মহিলা" প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে ত্রাণ পান, তবে তিনি পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ২৬-এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন। এই পদক্ষেপটি নিশ্চিত করবে যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ এবং পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর সাধারণ অভিপ্রায়-এর সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলি যারা সমাজের উভয় দুর্বল সদস্য, তাদের দ্রুত ত্রাণ নিশ্চিত করার জন্য আমি কার্যকরভাবে উপলব্ধি করেছি। আইনের অধিকারগুলি জীবনে অধিকারগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদি তাদের উপলব্ধি অর্জনে ন্যায়সঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। [অনুচ্ছেদ ২২] [১০৮৬-ই-এফ; ১০৮৭-এ-সি]

৩.৯ ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে আবেদন দাখিল করার সময়, ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের অধীনে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম শুরু না করায়, এমন পরিস্থিতি তৈরি হওয়া উচিত নয় যেখানে উচ্ছেদের আদেশ কার্যকর করার ফলে তিনি আইনের অধীনে তার অধিকারের দাবি অনুসরণ করতে বঞ্চিত হন। এই মামলার উদাহরণ অনুসারে, বিচারিক প্রতিকার পেতে একজন মহিলার অক্ষমতা দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা সম্পদের অভাবের ফলস্বরূপ হতে পারে। অন্যথায়, ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইন দ্বারা বিবেচিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া একটি ভাগাভাগি পরিবারের ক্ষেত্রে আপিলকারীর দাবিকে পরাজিত করার জন্য তৈরি কৌশলগুলিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে উপলব্ধ ছিল না।

একটি যৌথ পরিবারকে সেই বাসস্থানটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে যেখানে আপিলকারী তার স্বামীর সাথে যৌথভাবে বসবাস করতেন। কেবল এই কারণে যে সম্পত্তির মালিকানা পরবর্তীকালে তার শ্বশুরবাড়িতে (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের) স্থানান্তরিত হয়েছে বা তার বিচ্ছিন্ন স্বামী/স্ত্রী (চতুর্থ উত্তরদাতা) এখন আলাদাভাবে বসবাস করছেন, আবেদনকারীকে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে পরিকল্পিত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কোনও ভিত্তি নেই। [অনুচ্ছেদ ২৩] [১০৮৭-জি-এইচ; ১০৮৮-এ-সি]

৩.১০ অতএব, আবেদনকারীর দাবি যে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অর্থের মধ্যে প্রাঙ্গণটি একটি যৌথ পরিবার গঠন করে তা যথাযথ ফোরাম দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ দ্বারা অর্পিত সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করে দাবিটি কেবল বাতিল করা যায় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা যথাযথ ফোরামের সামনে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা পরিবর্তনের জন্য প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ধারা ১০-এর অধীনে পরবর্তী আবেদন করার স্বাধীনতা রয়েছে। [অনুচ্ছেদ ২৪] [১০৮৮-সি-ই]

		মামলা প্রসঙ্গ	
	[২০০১] ১ এস. সি. আর ৯৩২	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ২০
	[২০০৮] ৯ এস. সি. আর ৩৪৬	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ২০
	[২০১৯] ১০ এস. সি. আর ৩৮১	উপর নির্ভর করেছিল	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানি আপিল এক্তিয়ারঃ ২০২০ সালের ৩৮২২ নং দেওয়ানি আপিল।

২০১৯ সালের ২৮৭৪ নং রিট আপিলে বেঙ্গালুরুতে কর্ণাটক হাইকোর্টের ১৭.০৯.২০১৯ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

যতীশ মোহন, ই. সি. বিদ্যা সাগর, সুভাষ চন্দ্র সাগর, রাজেশ মাহালে, হরিশা এস. আর., আইনজীবীরা উপস্থিত দলগুলোর জন্য।

শ্রীমতি এস. বাণীথা বনাম ডেপুটি কমিশনার, বেঙ্গালুরু নগর জেলা

১০৬৫

আদালতের রায় প্রদান করেছেন

ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি

সূচক

ক পটভূমি

খ জমা

গ আইন প্রণয়ন প্রকল্পঃ প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭

ঘ একজন নারীর বসবাসের অধিকার: পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা

ঙ ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইন এবং ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ত্রাণগুলির সমন্বয় সাধন করা

চ সারসংক্ষেপ

ক পটভূমি

১. আবেদনকারীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতাদের দায়ের করা একটি আবেদন থেকে বর্তমান বিরোধের উদ্ভব হয়েছে, যিনি তাঁদের পুত্রবধূ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতারা হলেন চতুর্থ উত্তরদাতার বাবা-মা, যিনি আবেদনকারীর বিচ্ছিন্ন স্বামী। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পক্ষগুলি ২০০৭ সালের পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইনের[১] বিধান অনুসারে একটি আবেদন দাখিল করে এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে, উত্তর বেঙ্গালুরুতে[২] একটি আবাসিক বাড়ি থেকে আপিলকারী এবং তার মেয়েকে উচ্ছেদ করার দাবি করে।

২. সহকারী কমিশনার এবং আপিলে ডেপুটি কমিশনার প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে আবেদনটি মঞ্জুর করেন এবং আবেদনকারীকে মামলা প্রাঙ্গণ খালি করার নির্দেশ দেন। এই আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে একক বিচারকের সামনে এবং কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চের কাছে আপিল করে ব্যর্থ হন। ডিভিশন বেঞ্চ ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের রায়ে বলেছিল যে মামলা প্রাঙ্গণটি আবেদনকারীর শাশুড়ির (দ্বিতীয় উত্তরদাতা) এবং রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়ের জন্য আবেদনকারীর প্রতিকার কেবল তার বিচ্ছিন্ন স্বামীর (চতুর্থ উত্তরদাতা) বিরুদ্ধে। ডিভিশন বেঞ্চ ডেপুটি কমিশনারের আদেশ বহাল রাখে এবং আবেদনকারীকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর আগে মামলা প্রাঙ্গণ খালি করার নির্দেশ দেয়।

[১] "বরিষ্ঠ নাগরিক আইন ২০০৭"

[২] "মামলা প্রাঙ্গণ"

২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে কর্তৃপক্ষের[৩] তাকে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়ার এখতিয়ারকে বিরোধিতা করে, আপিলকারী সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এই আদালতে আবেদন করেছেন।

৩. আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতা ২০০২ সালের ৩০শে মে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পরপরই, পক্ষগুলির মধ্যে বৈবাহিক বিরোধ দেখা দেয়। আপিলকারী অভিযোগ করেন যে তাকে যৌতুকের জন্য হয়রানি করা হয়েছিল এবং এমনকি ২০০৩ সালে[৪] তার বাবার বিরুদ্ধে বিভাজনের জন্য একটি মামলা দায়ের করতে বাধ্য করা হয়েছিল, যা পরে তিনি প্রত্যাহার করে নেন, যখন তার স্ত্রী তাকে অন্য মহিলার সাথে সম্পর্কে থাকার জন্য ছেড়ে চলে যায় বলে অভিযোগ করা হয়। বিতর্কের বিষয় হল বেঙ্গালুরু উত্তর তালুকের গঙ্গন্ডোনহাল্লি, দাসানপুরা, হোবলিতে অবস্থিত একটি আবাসিক বাড়ি। চতুর্থ উত্তরদাতা আবেদনকারীকে বিয়ে করার কয়েক মাস আগে ২০০২ সালের ২রা মে জমিটি কিনেছিলেন। আপিলকারী অভিযোগ করেন যে তার বাবা এই ক্রয়ের একটি অংশের জন্য অর্থায়ন করেছিলেন।

৪. ২০০৬ সালের ৫ই অক্টোবর, চতুর্থ উত্তরদাতা তাঁর তৃতীয় উত্তরদাতার কাছে জমিটি বিক্রি করে দেন। পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিক্রির লেনদেন ছিল ১.১৯ লাখ টাকার সমান বিবেচনার জন্য, যা ২০০২ সালে চতুর্থ উত্তরদাতার দ্বারা সম্পত্তির মূল ক্রয়ের জন্য প্রদান করা হয়েছিল। ততদিনে, আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতার একটি কন্যা ছিল। ২০০৯ সালে, চতুর্থ উত্তরদাতা প্রবীণ দেওয়ানি বিচারক এবং বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণী, নেলমঙ্গলার[৬] সামনে হিন্দু বিবাহ আইন ১৯৫৫-এর ধারা ১৩(১) (i‌ক) এবং (i‌খ)-এর অধীনে বিবাহবিচ্ছেদের[৫] আবেদন দায়ের করেন। তৃতীয় উত্তরদাতা, সম্পত্তি কেনার পরে এবং বাড়ি নির্মাণের পরে, ১৯ জুলাই ২০১০-এ তার স্ত্রী-দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে এটি উপহার দিয়েছিলেন। এর পরপরই, ১৭ আগস্ট ২০১০-এ, দ্বিতীয় উত্তরদাতা জেএমএফসি, নেলমঙ্গলার সামনে আপিলকারীর[৭] বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন যাতে আপিলকারীকে মামলা সম্পত্তির দখলে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার জন্য একটি স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়। মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ২০১৩-এ, বিবাহবিচ্ছেদের আবেদনটি বিচার বিচারক দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল এবং আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতার মধ্যে বর্ণনাটি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ১৯ মার্চ ২০১৪ তারিখে, আপিলকারী ভরণপোষণের জন্য একটি কার্যক্রম[৮] শুরু করেন। তিনি কর্ণাটক হাইকোর্টে[৯] বিচার বিচারকের দ্বারা তার বিবাহ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটি আপিলও দায়ের করেন। বিবাহবিচ্ছেদ এবং ভরণপোষণের মামলাও বিচারাধীন রয়েছে।

[৩] বেঙ্গালুরুতে বেঙ্গালুরু উত্তর উপ-বিভাগের সহকারী কমিশনার এবং বেঙ্গালুরু জেলার ডেপুটি কমিশনার

[৪] ২০০৩ সালের ওএস ২১১

[৫] ২০০৯ সালের ২২ এমসি

[৬] "বিচারক"

[৭] ২০১০ সালের ওএস ৩১২

[৮] ফৌজদারি বিবিধ ১১৪, ২০১৪ সালের দেওয়ানি বিচারক (কনিষ্ঠ ডিএন.), জেএমএফসি নেলামঙ্গলার সামনে

[৯] ২০১৪ সালের এমএফএ ৩৯৬৮

৫. ২০১৫ সালে, তৃতীয় এবং চতুর্থ উত্তরদাতারা বেঙ্গালুরু উত্তর উপবিভাগের সহকারী কমিশনারের কাছে একটি আবেদন দায়ের করে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর বিধানগুলি আহ্বান করেছিলেন। তাদের পুত্র (চতুর্থ উত্তরদাতা) এবং আপিলকারীকে আবেদনের[১০] উত্তরদাতা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। "ত্রাণগুলি চাওয়া হয়েছিলঃ

(i) মামলা প্রাঙ্গণ থেকে আপিলকারীকে উচ্ছেদ করা যেখানে তিনি থাকতেন;

(ii) চতুর্থ উত্তরদাতাকে মাসিক রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে পিতামাতাকে ১৫,০০০ টাকা দেওয়ার নির্দেশ; এবং

(iii) আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতাকে আইনি ব্যয়ের জন্য ২৫,০০০ টাকা পরিমাণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ।

আপিলকারী প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে আপত্তি জানিয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে এটি একটি বিদ্বেষপূর্ণ কার্যধারা যা তাকে মামলা প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছেদ করার একমাত্র অভিপ্রায় নিয়ে চালু করা হয়েছিল। আপিলকারী আরও দাবি করেছেন যে কার্যধারাটি প্রকৃতপক্ষে সংলাপপূর্ণ ছিল এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতা এবং তার বিচ্ছিন্ন স্বামী/স্ত্রী (চতুর্থ উত্তরদাতা) তাকে তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিল। আপিলকারী বিশেষভাবে কর্তৃপক্ষের এখতিয়ারের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেছিলেন যাতে তাকে প্রাঙ্গণ থেকে উচ্ছেদের আবেদন করা হয়। তিনি বলেন যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ একজন প্রবীণ নাগরিক বা পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করে, তবে উচ্ছেদের আদেশের কোনও বিধান নেই এবং কর্তৃপক্ষকে তাকে প্রাঙ্গণ থেকে অপসারণের নির্দেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই।

৬. সহকারী কমিশনার ২০১৫ সালের ২৫শে জুন তারিখের একটি আদেশে বলেন যে, আবাসিক বাড়িটি তৃতীয় উত্তরদাতার স্ব-অর্জিত সম্পত্তি যা তিনি পরবর্তীকালে দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে উপহার দিয়েছিলেন। 'আবেদনকারী সম্পত্তিতে বসবাস করতেন, তবে তার কোনও অধিকার বা কর্তৃত্ব ছিল না। রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদনকারীর আবেদন (সহকারী কমিশনারের দৃষ্টিতে) কেবল চতুর্থ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে উত্থাপিত হতে পারে। অতএব, সহকারী কমিশনার (i) চতুর্থ উত্তরদাতাকে তার পিতামাতাকে মাসিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১০,০০০ টাকা প্রদান করার নির্দেশ দিয়ে আবেদনটি মঞ্জুর করেন; এবং (ii) আবেদনকারীকে প্রাঙ্গণ খালি করার নির্দেশ দেন।

৭. বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইনের ২৮ ধারার অধীনে আপিলকারীর দায়ের করা আপিল, ১৪ জানুয়ারী ২০১৬ তারিখে কর্ণাটক হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ মঞ্জুর করে।

[১০] ২০১৫ সালের ৩১ নং আবেদন

হাইকোর্ট বিচারিক আদালতের আদেশ বাতিল করে দেয় এবং পক্ষগুলির শুনানির পরে নতুন আদেশ পাস করার জন্য এখতিয়ারভুক্ত পারিবারিক আদালতে কার্যধারাটি প্রেরণ করে। আপিলের বিচারাধীনতার সময়, চতুর্থ উত্তরদাতা অন্য মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রিমান্ডে, বিবাহবিচ্ছেদ এবং ভরণপোষণের আবেদন নিষ্পত্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

৮. ২০১৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে আপিল কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করা ডেপুটি কমিশনার, সহকারী কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীর দায়ের করা আপিলের পাশাপাশি চতুর্থ উত্তরদাতার একটি সহযোগী আপিল খারিজ করে দেন। আবেদনকারীকে মামলা প্রাঙ্গণ খালি করার আদেশটি নিশ্চিত করা হয়েছিল। আপিলকারী সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে কার্যধারায় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত আদেশকে বিরোধিতা করেছিলেন। কর্ণাটক হাইকোর্টের একক বিচারক, ১৮ই জুন ২০১৯ তারিখের একটি রায়ে বলেছেন যে মামলা প্রাঙ্গণটি তৃতীয় উত্তরদাতা তার স্ত্রী-দ্বিতীয় উত্তরদাতার কাছে ১৯শে জুলাই ২০১০ তারিখের একটি নিবন্ধিত উপহার দলিল দ্বারা স্থানান্তরিত করা হয়েছে। একক বিচারক দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতাদের যুক্তি উল্লেখ করেন যে, বৈবাহিক বিরোধের পর তাদের ছেলে (চতুর্থ উত্তরদাতা) বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে যার পরে আপিলকারী তাদের ১২ই আগস্ট ২০১০-এ বহিষ্কার করে এবং তারা বর্তমানে তাদের "জন্মস্থান"-এ বসবাস করছে। আপিলকারী এবং চতুর্থ উত্তরদাতার মধ্যে বিবাহ ট্রায়াল বিচারক দ্বারা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এই তথ্যের আলোকে, একক বিচারক রায় দিয়েছিলেন যে আপিলকারীর মামলা প্রাঙ্গনের উপর কোনও অধিকার নেই এবং ভরণপোষণের জন্য তার দাবি কেবল চতুর্থ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে দাবি করা যেতে পারে। যদিও, আপিলকারী বিশেষভাবে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে কর্তৃপক্ষের এখতিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যাতে তাকে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়, একক বিচারক জমা দেওয়ার বিষয়টি সম্বোধন করেননি।

একক বিচারপতির আদেশে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী একটি রিট আপিলে আদেশটিকে বিরোধিতা করেন। শুনানি চলাকালীন আরও একবার অনুরোধ করা হয় যে, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে যে কার্যধারা চালু করা হয়েছিল তা কেবল আবেদনকারীকে বহিষ্কার করার একটি হাতিয়ার এবং কর্তৃপক্ষকে তাকে উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার নেই। ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের মতামত পুনর্ব্যক্ত করে এবং রায় দেয় যে মামলা প্রাঙ্গনের মালিকানাধীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় উত্তরদাতাদের বিরুদ্ধে আপিলকারীর কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ নেই। এটি বলেছিল যে রক্ষণাবেক্ষণ ও আশ্রয়ের জন্য আপিলকারীর দাবি কেবল চতুর্থ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে থাকবে। সহকারী কমিশনারের উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার সম্পর্কিত প্রাথমিক আপত্তির বিষয়ে ডিভিশন বেঞ্চ কেবল পর্যবেক্ষণ করেছে যে "সহকারী কমিশনার আপিলকারীর উচ্ছেদের নির্দেশ দেওয়ার আদেশ দিতে অক্ষম" এই দাবীর সাথে এটি একমত নয়।

খ জমা

৯. হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে ক্ষুব্ধ হয়ে আপিলকারী বর্তমান বিশেষ অনুমতির আবেদনটি পেশ করেছেন। আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী যতীশ মোহন জমা দিয়েছেন যেঃ

(i) আপিলকারী চতুর্থ উত্তরদাতার আইনত বিবাহিত স্বামী/স্ত্রী হিসাবে তার বৈবাহিক বাড়িতে বসবাস করছেন এবং পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন ২০০৫[১১]-এর ধারা ১৭ দ্বারা প্রদত্ত সুরক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে তার যৌথ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যাবে না;

(ii) প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ৩ এবং ৪ ধারার অধীনে তার শ্বশুর এবং শ্বশুর তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর সাথে মিলে তাকে তার বৈবাহিক বাড়ি থেকে বঞ্চিত করার জন্য মামলা দায়ের করেছিলেন;

(iii) আপিলকারীর বর্তমান আবাসিক অবস্থা সম্পর্কে ডিভিশন বেঞ্চের অনুসন্ধানটি একটি প্রতারণামূলক সেট আপের উপর ভিত্তি করে করা হয়েছিল। অভিযুক্ত পোস্টাল কভারটি ২১শে জুন ২০১৮-এ, একক বিচারকের সামনে কার্যধারা বিচারাধীন থাকাকালীন প্রেরণ করা হয়েছিল এবং কেবল একটি পোস্টাল অনুমোদন ("এরকম কোনও ব্যক্তি") নির্দেশ করে যখন এটি গ্রহণ করতে বাড়িতে কেউ উপস্থিত ছিল না;

(iv) ২০১৩ সালের ৫ই ডিসেম্বর বিচারিক বিচারক কর্তৃক আবেদনকারীর বিরুদ্ধে যে বিবাহবিচ্ছেদের ডিক্রি জারি করা হয়েছিল, তা ২০১৬ সালের ১৪ই জানুয়ারি হাইকোর্ট বাতিল করে দেয় এবং কার্যধারাটি নতুন করে নিষ্পত্তির জন্য এখতিয়ারভুক্ত পারিবারিক আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছে। অতএব, আজ পর্যন্ত, আপিলকারী চতুর্থ বিবাদীর সাথে বৈধ বিবাহিত সম্পর্কে রয়েছেন এবং তার নাবালক মেয়ের সাথে মামলা প্রাঙ্গণ ছাড়া তার থাকার অন্য কোনও জায়গা নেই;

[১১] "পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫"

(v) প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর বিধানগুলি 'আবেদনকারীর অধিকারকে পরাজিত করার জন্য কারচুপি করা হয়েছে। যেভাবে আবেদনকারীর স্ত্রী তার বাবার কাছে প্রাঙ্গণটি স্থানান্তর করেছিলেন এবং তারপরে আবেদনকারীর শাশুড়ির কাছে উপহার দলিলটি আপিলকারীর দাবিগুলিকে পরাজিত করার জন্য আইনের বিধানগুলির অপব্যবহারের প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়; এবং

(vi) পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ১৭ ধারার অধীনে তার অধিকার দাবি করার ক্ষেত্রে, আবেদনকারী সতীশ চন্দর আহুজা বনাম স্নেহা আহুজা মামলায়[১২] এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেন। সংক্ষেপে এবং প্রকৃত অর্থে, এটি অনুরোধ করা হয়েছে যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে গঠিত কর্তৃপক্ষের আবেদনকারীকে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়ার কোনও এখতিয়ার ছিল না। উপরন্তু, আপিলকারীকে উচ্ছেদ করার জন্য কার্যধারা ব্যবহার করা হয়েছে যাতে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে ভাগ করা পরিবারে বসবাসের অধিকার অস্বীকার করা যায়।

১০. অন্যদিকে, আপিলকারী, শ্রী রাজেশ মাহালের দাখিল খণ্ডন করার সময়, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বিবাদীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেন যেঃ

(i) দ্বিতীয় উত্তরদাতা (যার বয়স ৭২ বছর) এবং তৃতীয় উত্তরদাতা (যার বয়স ৮২ বছর) উভয়ই প্রবীণ নাগরিক;

(ii) বেঙ্গালুরু উত্তর তালুকের গঙ্গোন্দানাহালিতে অবস্থিত ১২০০ বর্গফুট জমির উপর তৃতীয় উত্তরদাতা-আবেদনকারীর শ্বশুর দ্বারা মামলা প্রাঙ্গণটি নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি দ্বিতীয় উত্তরদাতাকে, আবেদনকারীর শাশুড়িকে উপহার দেওয়া হয়েছিল;

(iii) আপিলকারীকে একই সাথে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাকে তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার এবং অবৈধভাবে দখলদারিত্বে প্রবেশ করতে দেখা গেছে; এবং

(iv) দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং তাদের দখল পুনরুদ্ধারের জন্য সহকারী কমিশনারের কাছে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন, যা কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্ট একযোগে অনুমতি দিয়েছে।

[১২] ২০২০ সালের ২৪৮৩ নম্বর দেওয়ানি আপিল, ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

১১. এখতিয়ারের বিষয়টি বিবেচনা করে, শ্রী মাহালে এ জমা দিয়েছেন যে

(i) প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের উচ্ছেদের আদেশ সহ বাবা-মা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য যথাযথ আদেশ পাস করার এখতিয়ার রয়েছে;

(ii) এই আইনের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য হল পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য একটি সস্তা এবং দ্রুত ত্রাণ প্রদান করা;

(iii) যেখানে প্রথম অধ্যায়টি বাবা-মা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জীবিকা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আর্থিক ত্রাণ প্রদানের আদেশের জন্য আবেদন করার অধিকার দেয়, পঞ্চম অধ্যায়ে বাবা-মা এবং প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিধান রয়েছে;

(iv) আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালকে পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের কার্যকর ভরণপোষণের জন্য সংক্ষিপ্ত তদন্তের পর আদেশ জারি করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে অবহেলা, হয়রানির বিরুদ্ধে ত্রাণ এবং প্রবীণ নাগরিকদের সম্পত্তির সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;

(v) ধারা ২৩ দুটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র অধিকার প্রদান করেঃ

(ক) ধারা ২৩(১) ট্রাইব্যুনালকে একজন প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তি হস্তান্তর বাতিল ঘোষণা করার ক্ষমতা দেয়, যেখানে হস্তান্তরটি একজন প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা প্রদানের উপর শর্তযুক্ত ছিল, যেখানে হস্তান্তরকারী সেগুলি প্রদান করতে ব্যর্থ হন;

(খ) ধারা ২৩(২) একজন প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তি থেকে ভরণপোষণ পাওয়ার পূর্ব-বিদ্যমান অধিকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং অধিকারের বিজ্ঞপ্তি থাকা হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে এটি প্রয়োগযোগ্য করার অধিকার নিশ্চিত করে;

(vi) ধারা ২(খ)-এ "রক্ষণাবেক্ষণ" অভিব্যক্তিটির মধ্যে বসবাসের বিধান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং কোনও প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বসবাসের অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে, যদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে সম্পত্তি হস্তান্তর করা হয়; এবং

(vii) যদিও প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এ ট্রাইব্যুনালকে উচ্ছেদের আদেশ পাস করতে সক্ষম করার জন্য কোনও স্পষ্ট বিধান নেই, তবে প্রয়োজনীয় প্রভাব দ্বারা ক্ষমতাটি তার এখতিয়ারের মধ্যে পড়তে হবে। আইনের বিধান কার্যকর করার জন্য এই ধরনের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যমূলক হবে বলে জোর দেওয়া হয়েছে।

বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি প্রবীণ নাগরিকদের জন্য অসুবিধা সৃষ্টি করবে, যারা তাদের জীবিকার মাধ্যম থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমতাহীন হয়ে পড়বে। সংসদ রাজ্য সরকারগুলিকে প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কর্তৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে এবং একটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা প্রদত্ত ত্রাণকে কেবল আর্থিক ত্রাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা ভুল হবে। কোনও প্রবীণ নাগরিককে তাদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানি আদালতে বরখাস্ত করার ফলে আইনের বিধানগুলি ব্যর্থ হবে। অতএব, এই ধরণের ব্যাখ্যা গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

গ আইন প্রণয়ন প্রকল্পঃ প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭

১২. প্রতিদ্বন্দ্বী জমাগুলি এখন বিশ্লেষণ করা হবে।

১৩. প্রতিদ্বন্দ্বী জমা দেওয়ার বিষয়ে আমাদের বিশ্লেষণ শুরু করতে হবে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যটি ব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা করে যা বর্তমান বিতর্কের উপর প্রভাব ফেলে। 'রক্ষণাবেক্ষণ'-কে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান, চিকিৎসা সহায়তা এবং চিকিত্সার[১৩] বিধানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পদ্ধতিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। 'সম্পত্তি' অভিব্যক্তিটি সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে, আইনটি "যে কোনও ধরণের সম্পত্তি" এবং "এই ধরনের সম্পত্তিতে[১৪] অধিকার বা স্বার্থ" অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিস্তৃত পরিভাষা ব্যবহার করে। ধারা ৩[১৫] দ্বারা আইনের বিধানগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত সংজ্ঞাগুলি ছাড়াও, দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ" এবং পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম "প্রবীণ নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা"। উদ্দেশ্য ও কারণগুলির বিবৃতি আইনটি কার্যকর করার যৌক্তিকতা নির্দেশ করেঃ

"ভারতীয় সমাজের ঐতিহ্যবাহী নিয়ম ও মূল্যবোধগুলি প্রবীণদের যত্ন প্রদানের উপর জোর দিয়েছিল। তবে, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার অবনতির কারণে, বিপুল সংখ্যক প্রবীণ তাদের পরিবারের দ্বারা দেখাশোনা করা হচ্ছে না। ফলস্বরূপ, অনেক বয়স্ক ব্যক্তি, বিশেষ করে বিধবা মহিলারা এখন তাদের জীবনের শেষ বছরগুলো একা কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন এবং মানসিক অবহেলা এবং শারীরিক ও আর্থিক সহায়তার অভাবে ভুগছেন।

[১৩] ২(খ) "রক্ষণাবেক্ষণ" বলতে খাদ্য, পোশাক, বাসস্থান এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত

[১৪] ২(চ) "সম্পত্তি" অর্থ স্থাবর বা অস্থাবর, পৈতৃক বা স্ব-অর্জিত, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য যেকোনো ধরণের সম্পত্তি এবং এই সম্পত্তিতে অধিকার বা স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত;

[১৫] ৩. এই আইনের প্রধান প্রভাব থাকবে।—এই আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনে, অথবা এই আইন ব্যতীত অন্য কোনও আইনের কারণে কার্যকর যে কোনও দলিলের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ যাই হোক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকবে।

এটি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে বার্ধক্য একটি বড় সামাজিক বিরোধিতা হয়ে উঠেছে এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের যত্ন ও সুরক্ষার দিকে আরও বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। যদিও বাবা-মায়েরা ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ দাবি করতে পারেন, তবে পদ্ধতিটি সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল উভয়ই। অতএব, পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ দাবি করার জন্য সহজ, সস্তা এবং দ্রুত বিধানের প্রয়োজন রয়েছে।''

সংক্ষেপে পর্যালোচনা করা হয়েছে, ধারা ৪ পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ধারা ৫ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আবেদন করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। ধারা ৬ এখতিয়ার এবং পদ্ধতি পরিচালনাকারী বিধানগুলি ব্যাখ্যা করে, ধারা ৭-এ রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য শর্ত রয়েছে, ধারা ৮ তদন্ত করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির পরিকল্পনা করে। ধারা ১১ রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ কার্যকর করার জন্য বিধান করে।

১৪. পিতামাতা সহ একজন প্রবীণ নাগরিক, যিনি নিজের উপার্জন বা তাদের মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে নিজেকে বজায় রাখতে অক্ষম, ধারা ৪(i) এর অধীনে আবেদন করার অধিকারী। একজন বাবা-মা বা দাদা-দাদি তাদের এক বা একাধিক সন্তানের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন। একজন নিঃসন্তান প্রবীণ নাগরিক ধারা ২(ছ) এ নির্দিষ্ট কোনও আত্মীয়ের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন। ধারা ৪ কোনও প্রবীণ নাগরিককে বজায় রাখার জন্য সন্তান বা আত্মীয়ের সংশ্লিষ্ট বাধ্যবাধকতাকে স্বীকৃতি দেয়, যা তাদের স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে সক্ষম করে।কোনও আত্মীয়ের ক্ষেত্রে, বাধ্যবাধকতা হল যদি তাঁরা প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তির অধিকারী হন বা তাঁদের কাছ থেকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। অতএব, কোনও প্রবীণ নাগরিকের সন্তানদের ক্ষেত্রে, পিতামাতাকে বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তির দখলে থাকা বা ভবিষ্যতের উত্তরাধিকারের[১৬] অধিকারের উপর শর্তযুক্ত নয়।

[১৬] ৪. পিতামাতা এবং প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ। (১) একজন প্রবীণ নাগরিক যার মধ্যে পিতামাতাও অন্তর্ভুক্ত, যিনি নিজের উপার্জন বা তার মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে নিজেকে ভরণপোষণ করতে অক্ষম, তিনি ধারা ৫ এর অধীনে আবেদন করার অধিকারী হবেন যদি-

(i) পিতামাতা বা দাদা-দাদী, তার এক বা একাধিক সন্তান নাবালক না হওয়ার বিরুদ্ধে;

(ii) একজন নিঃসন্তান প্রবীণ নাগরিক, ধারা ২ এর প্রকরণ (ছ) এ উল্লিখিত তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে।

(২) একজন প্রবীণ নাগরিককে বজায় রাখার জন্য শিশু বা আত্মীয়ের বাধ্যবাধকতা, ক্ষেত্রমত, সেই নাগরিকের চাহিদা পর্যন্ত প্রসারিত হয় যাতে প্রবীণ নাগরিকরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে।

(৩) সন্তানদের দায়বদ্ধতা তার পিতামাতাকে বজায় রাখার জন্য 'যেমন পিতা বা মাতা বা উভয়ের প্রয়োজন, যতটা সহজ হয়, ততটাই প্রসারিত হয়, যাতে এই ধরনের পিতামাতা স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন।

১৫. ধারা ৮(১)-এ প্রদত্ত এবং ধারা ৮(২)[১৭]-এ প্রদত্ত দেওয়ানি আদালতের সমস্ত ক্ষমতা সহ একটি রক্ষণাবেক্ষণ ট্রাইব্যুনাল (ধারা ৭-এর অধীনে গঠিত) দ্বারা অনুসরণ করা প্রক্রিয়াটি সংক্ষিপ্ত প্রকৃতির। ধারা ৯-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে, যেখানে প্রবীণ নাগরিক নিজেকে এবং সন্তান বা আত্মীয়দের, ক্ষেত্রমত, অবহেলা করতে বা বজায় রাখতে অস্বীকার করতে সক্ষম নন, ট্রাইব্যুনাল প্রবীণ নাগরিকের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক হারে মাসিক ভাতা দেওয়ার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা রাখে, যা ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে! ®, মাসিক ভাতার পরিমাণ পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে ধারা ১০[১৯]-এর অধীনে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১৬. মামলার তথ্যের সাথে বিশেষ প্রাসঙ্গিক হল পঞ্চম অধ্যায়, যা একজন প্রবীণ নাগরিকের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিধান প্রণয়ন করে। ধারা ২৩ নিম্নলিখিত শর্তে এগিয়ে যায়ঃ

(৪) যে কোনও ব্যক্তি যদি একজন প্রবীণ নাগরিকের আত্মীয় হন এবং পর্যাপ্ত সামর্থ্য রাখেন, তাহলে তিনি এই প্রবীণ নাগরিকের ভরণপোষণ করবেন, যদি তিনি এই নাগরিকের সম্পত্তির মালিক হন অথবা তিনি এই প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেখানে একাধিক আত্মীয় প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অধিকারী, সেখানে এই ধরনের আত্মীয় তার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়ার অনুপাতে ভরণপোষণ প্রদান করবেন।

[১৭] ৮. অনুসন্ধানের স্বাচ্ছন্দ্যে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি।-

(১) ধারা ৫-এর অধীনে যে কোনও তদন্ত করার সময়, ট্রাইব্যুনাল, এই বিষয়ে রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনও নিয়ম সাপেক্ষে, তার উপযুক্ত বলে মনে হয় এমন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারে।

(২) ট্রাইব্যুনালের শপথের উপর সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীদের উপস্থিতি কার্যকর করার উদ্দেশ্যে এবং নথি ও বস্তুগত বস্তু আবিষ্কার ও উপস্থাপন করতে বাধ্য করার উদ্দেশ্যে এবং নির্ধারিত অন্যান্য উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানি আদালতের সমস্ত ক্ষমতা থাকবে; এবং ট্রাইব্যুনালকে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালের ২) এর ধারা ১৯৫ এবং অধ্যায় XXVI এর সকল উদ্দেশ্যে একটি দেওয়ানী আদালত হিসেবে গণ্য করা হবে।

[১৮] ৯. রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আদেশ।-

(১) যদি শিশু বা আত্মীয়স্বজন, ক্ষেত্রমত, কোনও প্রবীণ নাগরিকের নিজের ভরণপোষণ বজায় রাখতে অক্ষম হতে অবহেলা করে বা অস্বীকার করে, তা হলে ট্রাইব্যুনাল, এই ধরনের অবহেলা বা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে সন্তুষ্ট হয়ে, এই ধরনের শিশু বা আত্মীয়স্বজনদের ট্রাইব্যুনাল উপযুক্ত মনে করবে এমন প্রবীণ নাগরিকের ভরণপোষণের জন্য মাসিক হারে মাসিক ভাতা দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারে এবং ট্রাইব্যুনাল সময়ে সময়ে যে প্রবীণ নাগরিককে তা প্রদান করতে পারে তাকে নির্দেশ দিতে পারে।

[১৯] ১০. ভাতার পরিবর্তন।-

(১) রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মাসিক ভাতা প্রদানের জন্য সেই ধারার অধীনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৯ নং ধারার অধীনে মাসিক ভাতা প্রাপ্ত কোনও ব্যক্তির পরিস্থিতিতে ভুল উপস্থাপনা বা ভুল কারণের প্রমাণের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনাল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভাতার ক্ষেত্রে যেমন মনে করে তেমন পরিবর্তন করতে পারে। (২) যদি ট্রাইব্যুনালের কাছে এটি প্রদর্শিত হয় যে, কোনও উপযুক্ত দেওয়ানি আদালতের কোনও সিদ্ধান্তের ফলস্বরূপ, ৯ নং ধারার অধীনে প্রদত্ত কোনও আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করা উচিত, তবে এটি আদেশ বাতিল করবে বা সহজেই সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে

শ্রীমতি এস. বাণীথা বনাম ডেপুটি কমিশনার, বেঙ্গালুরু নগর জেলা [ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

১০৭৫

''২৩. নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে সম্পত্তির হস্তান্তর বাতিল বলে গণ্য হবে।-(১) যদি কোনও প্রবীণ নাগরিক, যিনি এই আইন প্রবর্তনের পরে, উপহারের মাধ্যমে বা অন্য কোনওভাবে তাঁর সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, এই শর্ত সাপেক্ষে যে হস্তান্তরকারী হস্তান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং মৌলিক শারীরিক চাহিদা প্রদান করবেন এবং এই ধরনের হস্তান্তরকারী সেই ধরনের সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা প্রদান করতে অস্বীকার করবেন বা ব্যর্থ হবেন, তবে সম্পত্তির উক্ত হস্তান্তর জালিয়াতি বা জবরদস্তির মাধ্যমে বা অযৌক্তিক প্রভাবে করা হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং হস্তান্তরকারীর বিকল্পে ট্রাইব্যুনাল দ্বারা বাতিল ঘোষণা করা হবে।

(২) যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের কোনও সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং সেই সম্পত্তি বা তার কিছু অংশ হস্তান্তর করা হয়েছে, সেখানে হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে যদি হস্তান্তরকারীর অধিকারের বিজ্ঞপ্তি থাকে, বা যদি স্থানান্তরটি অযাচিত হয়; তবে বিবেচনার জন্য এবং অধিকারের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে নয়।

(৩) যদি কোনও প্রবীণ নাগরিক উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীনে অধিকার প্রয়োগ করতে অক্ষম হন, তবে ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় উল্লিখিত যে কোনও সংস্থা তাঁর পক্ষে ব্যবস্থা নিতে পারে।''

ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১) এমন একটি পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিক আইন প্রণয়নের পরে (উপহার বা অন্যথায়) এই শর্ত সাপেক্ষে সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন যে হস্তান্তরকারীকে অবশ্যই স্থানান্তরকারীকে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা এবং শারীরিক চাহিদা সরবরাহ করতে হবে। অন্য কথায়, উপ-ধারা (১) এমন একটি পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে যেখানে সম্পত্তি হস্তান্তরের সাথে কোনও প্রবীণ নাগরিকের রক্ষণাবেক্ষণ এবং প্রয়োজনের জন্য একটি নির্দিষ্ট শর্ত থাকে। এই জাতীয় ক্ষেত্রে, যদি হস্তান্তরকারী রক্ষণাবেক্ষণ এবং শারীরিক চাহিদা সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়, তবে সম্পত্তির স্থানান্তর জালিয়াতি, জবরদস্তির দ্বারা বা অযৌক্তিক প্রভাবে কলুষিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অন্য কথায়, উপ-ধারা ১ আইনের একটি অনুমানমূলক কল্পকাহিনী তৈরি করে যেখানে সম্পত্তির হস্তান্তর একটি শর্ত সাপেক্ষে এবং রক্ষণাবেক্ষণের শর্ত এবং একজন প্রবীণ নাগরিকের মৌলিক চাহিদাগুলি সেই ব্যক্তির দ্বারা পূরণ করা হয় না যার উপর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়। তারপরে, স্থানান্তরকারীর বিকল্পে, স্থানান্তরটি ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অকার্যকর হিসাবে ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যদিকে, ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (২) এমন একটি পরিস্থিতির পরিকল্পনা করে যেখানে একজন প্রবীণ নাগরিকের কোনও এস্টেট থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। যেখানে এই ধরনের অধিকার বিদ্যমান, সেখানে ভরণপোষণের অধিকার বলবৎ করা যেতে পারে যেখানে সম্পত্তি বা এর একটি অংশ, এমন একজন হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে হস্তান্তর করা হয় যার অধিকারের বিজ্ঞপ্তি রয়েছে; অথবা যদি হস্তান্তরটি অকারণে হয়।

তবে হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে বিবেচনার জন্য এবং অধিকারের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই অধিকার প্রয়োগ করা যাবে না। এখন, ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১)-এ এমন একটি পরিস্থিতির কথা বলা হয়েছে যেখানে সম্পত্তি হস্তান্তর প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা করা হয়। এটি উপ-ধারা (১)-এর ভাষা থেকে স্পষ্ট হয় যে "যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিক, যিনি এই আইনটি চালু হওয়ার পরে, উপহারের মাধ্যমে বা অন্য কোনও উপায়ে তাঁর সম্পত্তি হস্তান্তর করেছেন...''। অন্যদিকে, ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (২) কোনও প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা হস্তান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, উপ-ধারা (১)-এর বিপরীতে। উপ-ধারা (২) "এই ধরনের সম্পত্তি বা তার অংশ হস্তান্তর করা হয়েছে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করে। যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এর কোনও অংশ হস্তান্তর করা হয়, উপ-ধারা ২ কোনও হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে বিজ্ঞপ্তি সহ বা কোনও অযাচিত হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার প্রয়োগের অনুমতি দেয়। অন্য কথায়, উপ-ধারা (২) এমন একটি পরিস্থিতিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যেখানে সম্পত্তির স্থানান্তর (যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার রয়েছে) তৃতীয় পক্ষের দ্বারা হয়, যে ক্ষেত্রে, বিধানটি এই ধরনের হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণের দাবি কার্যকর করার অধিকার প্রদান করে (সেই হস্তান্তরকারীদের বিবেচনা বা বিবেচনা ব্যতীত বা পূর্ব-বিদ্যমান অধিকারের বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই)।যুক্তিসঙ্গতভাবে, উপ-ধারা (২)-এর ভাষা এমন একটি পরিস্থিতিকেও অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট বিস্তৃত যেখানে স্থানান্তর প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা হয়, যে ক্ষেত্রে অধিকারের বিজ্ঞপ্তি সহ হস্তান্তরকারীকে; বা কোনও অযাচিত হস্তান্তরকারীকে, হস্তান্তরিত সম্পত্তির বিরুদ্ধে অধিকার প্রয়োগের সাপেক্ষে করা যেতে পারে। ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (১) এবং উপ-ধারা (২)-এর মধ্যে আরেকটি পার্থক্যও অবশ্যই লক্ষ্য করা উচিত। উপ-ধারা (১)-এর অধীনে, যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা এই শর্ত সাপেক্ষে স্থানান্তর করা হয়েছে যে হস্তান্তরকারী হস্তান্তরকারীর মৌলিক সুযোগ-সুবিধা বা শারীরিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা করবেন এবং যদি হস্তান্তরকারীর শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হন, তবে দুটি পরিণতি অনুসরণ করা হবেঃ (i) সম্পত্তির স্থানান্তর জালিয়াতি বা জবরদস্তির কারণে বা অযৌক্তিক প্রভাবে করা হয়েছে বলে মনে করা হবে; এবং (ii) স্থানান্তরকারীর বিকল্পে স্থানান্তরকে ট্রাইব্যুনাল বাতিল বলে ঘোষণা করবে। উপ-ধারা (১)-এ যে বিবেচিত পরিণতি দেওয়া হয়েছে তা উপ-ধারা (২)-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উপ-ধারা (২), বিপরীতে, শর্ত দেয় যে পূর্ব-বিদ্যমান এর বিজ্ঞপ্তি সহ অযাচিত হস্তান্তরকারী বা হস্তান্তরকারীর বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার প্রয়োগ করা যেতে পারে। সম্পত্তি হস্তান্তরকারী যে-ই হোন না কেন, নাগরিকদের সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার। আইন প্রণয়নের অন্তর্নিহিত জনস্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, 'হস্তান্তর' অভিব্যক্তিটিতে কেবল সম্পত্তির সম্পূর্ণ হস্তান্তরই নয়, সম্পত্তির অধিকার বা সুদের হস্তান্তরও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।এটি ধারা ২(চ)-এর বিধানের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ হবে যা অভিব্যক্তি সম্পত্তিকে "এই ধরনের সম্পত্তিতে অধিকার বা স্বার্থ" অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংজ্ঞায়িত করে।

'স্থানান্তর' অভিব্যক্তিটি আইন দ্বারা নির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত না হওয়ায়, এটিকে অবশ্যই এমন একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করতে হবে যা এর বিধানগুলির উপকারী উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। ধারা ২৩-এর উপ-ধারা (২) "রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার" প্রয়োগের কথা বলে যা কেবল আইনের ধারা ৯-এর অধীনে গৃহীত রক্ষণাবেক্ষণের আদেশ কার্যকর করার চেয়ে তার প্রকৃতির আরও বিস্তৃত।

১৭. দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া ২৩ ধারার উপ-ধারা (২)-এর সারমর্ম হল যে, আপিলকারীকে, যিনি তাঁদের পুত্রবধূ, উচ্ছেদ করার নির্দেশ দেওয়ার এখতিয়ার ট্রাইব্যুনালের ছিল। জমা দেওয়া অনুসারে, উচ্ছেদের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা 'সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার' এবং সেই অধিকারের প্রয়োগের নিশ্চয়তার বিধানে অন্তর্নিহিত। জমা দেওয়ার সমর্থনে, তারা বেশ কয়েকটি হাইকোর্টের নেওয়া দৃষ্টিভঙ্গির কথা উল্লেখ করেছে, যা ইঙ্গিত করে যে ট্রাইব্যুনাল কোনও প্রবীণ নাগরিকের সম্পত্তি থেকে কোনও শিশু বা আত্মীয়কে উচ্ছেদের নির্দেশ দিতে পারে, যেখানে প্রবীণ নাগরিককে বজায় রাখার বাধ্যবাধকতা লঙ্ঘন করা হয়েছে। প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে ট্রাইব্যুনালের উচ্ছেদের আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা থাকতে পারে, যদি প্রবীণ নাগরিক বা পিতামাতার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সমীচীন হয়। অন্য কথায়, উচ্ছেদ রক্ষণাবেক্ষণ ও সুরক্ষার অধিকার প্রয়োগের একটি ঘটনা হবে। তবে, এই প্রতিকারটি বিরোধে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবির পক্ষে সমর্থন করার পরেই দেওয়া যেতে পারে। এটি পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন যে বর্তমান মামলার পরিস্থিতি হল যে পুত্রবধূ অর্থাৎ আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। জমি, যেখানে বাড়িটি নির্মিত হয়েছে, তা মূলত আবেদনকারীদের পুত্র কিনেছিলেন যারা তাদের পুত্রবধূকে উচ্ছেদ করতে চাইছেন। পুত্র আবেদনকারীর সাথে তার বিয়ের কয়েক মাস আগে সম্পত্তিটি কিনেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে সম্পত্তিটি তার বাবার কাছে হস্তান্তর করেছিলেন এবং এই বিষয়টি যে কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পরে এটি একই বিবেচনার জন্য ছিল তা তাৎপর্যপূর্ণ। পিতা তার স্ত্রীর পক্ষে একটি উপহার দলিল কার্যকর করেছিলেন। আবেদনকারী দাবি করেছেন যে আবেদন দায়ের না হওয়া পর্যন্ত তিনি তার বৈবাহিক বাসস্থান হিসাবে বাড়িতে থাকতেন। তার স্ত্রী (তার মতে) তাকে এবং তাদের নাবালক কন্যাকে ছেড়ে চলে গেছে। বকেয়া পরিশোধ না করার জন্য প্রাঙ্গনে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তাদের মেয়ে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি কোর্সে ভর্তির আবেদন করেছে তবে তার বাবা-চতুর্থ উত্তরদাতা কোনও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেননি।

যে স্থানান্তরগুলি হয়েছে তা চলমান বৈবাহিক বিরোধের প্রেক্ষাপট থেকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা যায় না। সমস্যাটি হল পুত্রবধূ এবং নাবালিকা কন্যা হিসাবে আপিলকারীকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে বহিষ্কার করা যেতে পারে কিনা।

ঘ একজন নারীর বসবাসের অধিকার: পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সুরক্ষা

১৮. এই সমস্যাটির সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় অধিকারটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে, যা আপিলকারী দ্বারা দাবি করা হয়। আপিলকারী জমা দিয়েছেন যে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ২(ধ)-এর অর্থের মধ্যে প্রাঙ্গণটি একটি "ভাগ করা বাড়ি" গঠন করে। ধারা ২(ধ) নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে "যৌথ পরিবার" অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করেঃ

"(ধ) "যৌথ পরিবার" "অর্থ এমন একটি পরিবার যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি একা বা যে কোনও পর্যায়ে উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করেছেন এবং এর মধ্যে এমন একটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং উত্তরদাতার যৌথ মালিকানাধীন বা ভাড়াটে, বা তাদের মধ্যে যে কোনও একটির মালিকানাধীন বা ভাড়াটে, যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উত্তরদাতা বা যৌথভাবে বা এককভাবে উভয়েরই কোনও অধিকার, উপাধি, সুদ বা সমতা রয়েছে এবং এমন একটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যার মধ্যে উত্তরদাতা সদস্য হতে পারে, উত্তরদাতা বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যৌথ পরিবারে কোনও অধিকার, শিরোনাম বা সুদ রয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে;"

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯২০ ধারায় পিডাবলুডিভি আইন ২০০৫ এর ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি আবেদনের ভিত্তিতে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আবাসিক আদেশ প্রদানের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

[২০] ১৯. আবাসিক আদেশ-

১) ধারা ১২ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে একটি আবেদন নিষ্পত্তি করার সময়, ম্যাজিস্ট্রেট 'পারিবারিক সহিংসতা ঘটেছে বলে সন্তুষ্ট হওয়ার পরে, আবাস আদেশ পাস করতে পারেন-(ক) অংশীদার পরিবারের আইনী বা ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক, অংশীদার পরিবার থেকে ক্ষুব্ধ ব্যক্তির দখলকে বিরক্ত করা বা অন্য কোনও উপায়ে বাধা দেওয়া থেকে উত্তরদাতাকে বাধা দেওয়া; (খ) অংশীদার পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেওয়া; (গ) বিবাদী বা তার আত্মীয়স্বজনদের যে কোনও ভাগ করা পরিবারের অংশে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া যেখানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি থাকেন; (ঘ) উত্তরদাতাকে ভাগ করা পরিবারকে বিচ্ছিন্ন করা বা হস্তান্তর করা বা একে ভারাক্রান্ত করা থেকে বিরত রাখা; (ঙ) ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত ভাগ করা পরিবারে উত্তরদাতাকে তার অধিকার ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখা' বা (চ) উত্তরদাতাকে নির্দেশ দেওয়া যে তিনি ভাগ করা পরিবারে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য একই স্তরের বিকল্প বাসস্থান সুরক্ষিত করবেন বা তার জন্য ভাড়া প্রদান করবেন, যদি পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়ঃ তবে শর্ত থাকে যে (খ) প্রকরণের অধীনে কোনও আদেশ কোনও মহিলা ব্যক্তির বিরুদ্ধে পাস করা হবে না।

শ্রীমতি এস. বাণীথা বনাম ডেপুটি কমিশনার, বেঙ্গালুরু নগর জেলা [ড. ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি]

১০৭৯

আবেদনকারীর জমা দেওয়ার সারমর্ম হল যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ দ্বারা অর্পিত সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে যে উচ্ছেদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তা আবেদনকারীকে তার যৌথ পরিবার বলে দাবি করা প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ১২(১) এবং ধারা ১৯-এর অধীনে তার প্রতিকারের আশ্রয় নেওয়া থেকে সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে দেবে। ধারা ২(ধ)-এ "ভাগ করা পরিবার" অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা একটি "উপায় এবং অন্তর্ভুক্ত" সংজ্ঞার পরিচিত আইনী সূত্র ব্যবহার করে। যেখানে একটি আইনে অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা একটি 'উপায় এবং অন্তর্ভুক্ত' শর্ত গ্রহণ করে, এটি সম্পূর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে করা হয়। সংজ্ঞাটির 'মানে' অংশটি নির্দেশ করে যে সাধারণত অভিব্যক্তিটির আওতায় কী পড়ে, যেখানে 'অন্তর্ভুক্ত' উপাদানটি এটিকে একটি বর্ধিত অর্থ দেয়, তারা একসাথে ইঙ্গিত দেয় যে আইনসভা সংজ্ঞাটির আওতায় কী পড়ে তার একটি সম্পূর্ণ 'গণনা' প্রদান করেছে। বিচারপতি জিপি সিং সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলির[২১] উপর তাঁর মৌলিক গ্রন্থে পর্যবেক্ষণ করেছেনঃ

"কোনও শব্দকে কৃত্রিমভাবে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষমতা আইনসভার রয়েছে। সুতরাং সংজ্ঞা বিভাগে কোনও শব্দের সংজ্ঞা হয় তার সাধারণ অর্থের সীমাবদ্ধ হতে পারে বা এটি তার বিস্তৃত হতে পারে। যখন কোনও শব্দকে এই জাতীয় এবং এই জাতীয় 'অর্থ' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, তখন সংজ্ঞাটি প্রাথমিকভাবে সীমাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ।"

অন্যদিকে, "অন্তর্ভুক্ত" শিরোনাম দেওয়া হয় যাতে একটি বিস্তৃত অর্থ বোঝা যায়ঃ

''যেখানে সংজ্ঞায়িত শব্দটিকে এই ধরনের এবং এই ধরনের 'অন্তর্ভুক্ত' হিসাবে ঘোষণা করা হয়, সেখানে সংজ্ঞাটি প্রাথমিকভাবে বিস্তৃত। যখন একটি সংশোধনী আইন দ্বারা, 'অন্তর্ভুক্ত' শব্দটি একটি সংজ্ঞা বিভাগে 'অর্থ' শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, তখন এটি ধরে নেওয়া হয়েছিল যে উদ্দেশ্যটি এটিকে আরও বিস্তৃত করা ছিল.....''

অভিব্যক্তিটির ব্যবহার 'মানে' এটিকে সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। অন্যদিকে,' অন্তর্ভুক্ত 'অভিব্যক্তিটির ব্যবহার এটিকে আরও বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। একটি অভিব্যক্তি' অন্তর্ভুক্ত 'ব্যবহার করে আইনসভা, বাক্যাংশের অর্থ সত্ত্বেও, একটি অভিপ্রায় প্রকাশ করেঃ

"সংবিধানের মূল অংশে ব্যবহৃত শব্দ বা বাক্যাংশের অর্থ প্রসারিত করা"।

[২১] লেক্সিস নেক্সিস, ১৪ সংস্করণ পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৯

একটি "অন্তর্ভুক্ত" ব্যবহার করা হয় যাতে বোঝা যায়ঃ

"কেবল সেই জিনিসগুলিই নয় যা তারা তাদের প্রকৃতি এবং গুরুত্ব অনুসারে বোঝায়, তবে সেই জিনিসগুলিও যা ব্যাখ্যার ধারা ঘোষণা করে যে তারা অন্তর্ভুক্ত করবে"

যাইহোক, যখন একটি সংবিধিবদ্ধ সংজ্ঞা 'উপায় এবং অন্তর্ভুক্ত' পদ্ধতিকে অন্তর্ভুক্ত করে, তখন উদ্দেশ্য হল সংজ্ঞাটিকে সম্পূর্ণ করা।

"আরও, একটি সংজ্ঞা 'মাধ্যম এবং অন্তর্ভুক্ত' আকারে হতে পারে, যেখানে আবার সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ।''

[এই প্রসঙ্গে দেখুন জাগির সিং বনাম বিহার রাজ্যের সিদ্ধান্ত; এআইআর ১৯৭৬ এসসি ৯৯৭, পৃষ্ঠা ৯৯৯, ১০০১ :১৯৭৬ এসসিসি (কর) ২০৪ : (১৯৭৬) ২ এসসিসি ৯৪২; কাশিলিঙ্গম বনাম পি.এস.জি. প্রযুক্তি কলেজ, উপরে উল্লিখিত, ভারত কো-অপ. ব্যাংক (মুম্বাই) লিমিটেড বনাম কো-অপ. ব্যাংক এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন, (২০০৭) ৪ এসসিসি ৬৮৫ (অনুচ্ছেদ ২৩): (২০০৭) ৪ জেটি ৫৭৩ : (২০০৭) ২ এলএলজে ৮২৫ : এআইআর ২০০৭ এসসি ২৩২০; পল এন্টারপ্রাইজ বনাম রাজীব চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোম্পানি, (২০০৯) ৩ এসসিসি ৭০৯ অনুচ্ছেদ ২৮ :(২০০৯) ১ জেটি ৬৩২]”

১৯. পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ২(ধ)-এ 'যৌথ পরিবার'-এর সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ। সম্প্রতি সতীশ চন্দ্র আহুজা বনাম স্নেহা আহুজা[২২] [সতীশ চন্দ্র] মামলায় বিচারপতি অশোক ভূষণের দেওয়া এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চের একটি রায়েও এটি প্রমাণিত হয়েছে। ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের ধারা ২(ধ)-এ 'ভাগ করা পরিবার' অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞা দুটি অংশে রয়েছেঃ সংজ্ঞার গড় অংশে 'যৌথ পরিবার' অভিব্যক্তিটির অর্থ

(i) এমন একটি পরিবার যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এককভাবে বা উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বাস করে অথবা;

(ii) আতানি পর্যায়টি এককভাবে বা উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করেছে।

এর পরে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উপাদান রয়েছে, যাতে (i) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং উত্তরদাতার যৌথ মালিকানাধীন বা ভাড়াটে হোক বা (ii) তাদের মধ্যে যে কোনও একটির মালিকানাধীন বা ভাড়াটে হোক, যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উত্তরদাতা বা উভয়েরই যৌথভাবে বা এককভাবে কোনও অধিকার, অধিকার বা সমতা রয়েছে। এটিকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক বা বর্ধিত অর্থও দেওয়া হয়েছে, যা এমন একটি পরিবারের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যা যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যার একজন বিবাদী সদস্য, বিবাদী বা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির যৌথ পরিবারের উপর কোনও অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ থাকুক না কেন।

[২২] ২০২০ সালের ২৪৮৩ নং আপিল, ১৫ অক্টোবর ২০২০ তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞার শেষ অংশটি এমন একটি পরিস্থিতিতে একটি যৌথ পরিবারের অর্থ প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যেখানে পরিবারটি আসলে একটি যৌথ পরিবারের অন্তর্গত, যার মধ্যে উত্তরদাতা একজন সদস্য। আইনসভা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে যদিও এই ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির ভাগ করা পরিবারে সঠিক, শিরোনাম বা সুদ থাকতে পারে না তবে এটি সংজ্ঞার আওতায় নির্বিশেষে পড়বে।

সংজ্ঞাটির সরল ভাষার উপর যে অর্থ আরোপ করা হয়েছে তা সতীশ চন্দ্রের তিন বিচারপতির বেঞ্চের রায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেখানে এটি নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

"৫৫... সংজ্ঞাটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, প্রথমত, যা" মানে "শব্দটিকে অনুসরণ করে এবং দ্বিতীয়ত যা" অন্তর্ভুক্ত "শব্দটিকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয় অংশটি যা" অন্তর্ভুক্ত "কে আরও দুটি অংশে বিভক্ত করা যেতে পারে। প্রথম অংশে বলা হয়েছে" ভাগ করা গৃহস্থালী মানে এমন একটি পরিবার যেখানে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি একা বা উত্তরদাতার সাথে ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করেছেন বা যে কোনও পর্যায়ে বসবাস করেছেন। "সুতরাং, একটি যৌথ পরিবারের জন্য পূরণ করা প্রথম শর্ত হল যে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত জীবনযাপন করেছেন বা যে কোনও পর্যায়ে ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করেছেন। দ্বিতীয় অংশটি দুটি ভাগে বিভক্ত-(ক) এমন একটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত, যা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন হোক বা যৌথভাবে ভাড়াটে হোক এবং যে কোনও পক্ষের মালিকানাধীন বা ভাড়াটে হোক, যার ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা উত্তরদাতা বা উভয়েরই যৌথভাবে বা এককভাবে কোনও অধিকার, স্বত্ব, সুদ বা সমতা রয়েছে এবং (খ) এমন একটি পরিবার অন্তর্ভুক্ত যা যৌথ পরিবারের অন্তর্গত হতে পারে যার মধ্যে উত্তরদাতা একজন সদস্য, উত্তরদাতা বা ক্ষুব্ধ ব্যক্তির যৌথ পরিবারে কোনও অধিকার, উপাধি বা স্বার্থ রয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে। উপরের সংজ্ঞায়, দুটি অভিব্যক্তি, যথা, "ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি" এবং "উত্তরদাতা" ঘটেছে। উপরের সংজ্ঞা থেকে, নিম্নলিখিতটি স্পষ্টঃ-(i) সংযুক্তভাবে অথবা এককভাবে অথবা যৌথভাবে অথবা এককভাবে ভাড়াটিয়া হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে বাড়ির মালিক হতে পারেন, তা আইনের শর্ত নয়; (ii) যে পরিবারের উত্তরদাতা অথবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যৌথ পরিবারে কোনও অধিকার, অধিকার বা স্বার্থ রয়েছে কিনা তা নির্বিশেষে সেই পরিবারটি এমন একটি যৌথ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যার মধ্যে উত্তরদাতা একজন সদস্য; এবং (iii) যৌথ পরিবারটি এককভাবে অথবা যৌথভাবে উত্তরদাতার মালিকানাধীন অথবা ভাড়াটিয়া হতে পারে।''

'যৌথ পরিবার'-এর সংজ্ঞার পরিধি এবং ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য লক্ষ্য করার পর বিচারপতি অশোক ভূষণ উল্লেখ করেনঃ

"২০০৫ সালের আইনের ১৭ এবং ১৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ২(ধ) মহিলার পক্ষে ভাগ করা পরিবারের অধীনে বসবাসের অধিকারের অধিকার প্রদান করে, নির্বিশেষে তার কোনও আইনি স্বার্থ থাকুক বা না থাকুক।"

'উত্তরদাতা' অভিব্যক্তিটি ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের ধারা ২(থ)-এ নিম্নলিখিত পদগুলিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

"(থ) "উত্তরদাতা" বলতে এমন কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির সাথে পারিবারিক সম্পর্কে আছেন বা ছিলেন এবং যার বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি এই আইনের অধীনে কোনও প্রতিকার চেয়েছেনঃ

উপরোক্ত সংজ্ঞা এবং ধারা ২(ধ)-এর বিধানগুলি লক্ষ্য করে, সতীশ চন্দ্র মামলায় আদালত রায় দিয়েছেঃ

''৬৪... ধারা ২(ধ)-এ উল্লিখিত ভাগ করা পরিবারের সংজ্ঞাটি নির্দেশ করে না যে একটি ভাগ করা পরিবার এমন একটি হবে যা স্বামীর অন্তর্গত বা ভাড়া নেওয়া হবে। আমরা আইনের অধীনে "উত্তরদাতা"-এর সংজ্ঞা লক্ষ্য করেছি। পারিবারিক সহিংসতা আইনের অধীনে কোনও কার্যধারায় উত্তরদাতা স্বামীর যে কোনও আত্মীয় হতে পারে। [এই] ঘটনায়, ভাগ করা পরিবারটি স্বামীর যে কোনও আত্মীয়ের অন্তর্গত যার সাথে মহিলা ঘরোয়া সম্পর্কে বসবাস করেছেন, ধারা ২(ধ)-এ উল্লিখিত শর্তগুলি সন্তুষ্ট হয়েছে এবং উক্ত বাড়িটি একটি ভাগ করা পরিবারে পরিণত হবে।''

বেঞ্চ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যেঃ

"৮৪... ধারা ২(ধ) তে দেওয়া ভাগ করা পরিবারের সংজ্ঞা থেকে বোঝা যায় না যে ভাগ করা পরিবার কেবল সেই পরিবার হতে পারে যা যৌথ পরিবারের পরিবার যার স্বামী সদস্য অথবা যেখানে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির স্বামীর অংশ আছে।"

ঙ ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইন এবং ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক ত্রাণগুলির সমন্বয় সাধন করা

২০. ২০০৫ সালের পিডব্লিউডিভি আইনের ৩৬ নং ধারায়[২৩] বলা হয়েছে যে, আইনের বিধানগুলি আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনের বিধানের অতিরিক্ত হবে, এবং তা অবমাননাকর হবে না।

[২৩] ৩৬-অন্য কোনও আইনের পরিপন্থী নয় এমন আইন - এই আইনের বিধানগুলি আপাতত বলবৎ অন্য কোনও আইনের পরিপন্থী হবে না, বরং অতিরিক্ত হবে।

এর উদ্দেশ্য হল এই আইনের অধীনে প্রদত্ত প্রতিকারগুলি অন্যান্য প্রতিকারের পাশাপাশি যাতে স্থানচ্যুত না হয় তা নিশ্চিত করা। পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের রক্ষণাবেক্ষণ ও কল্যাণ আইন ২০০৭ নিঃসন্দেহে একটি পরবর্তী আইন এবং যেমনটি আমরা আগে লক্ষ্য করেছি, ধারা ৩-এ বলা হয়েছে যে অন্য কোনও আইনে অসঙ্গতিপূর্ণ কিছু থাকা সত্ত্বেও এর বিধানগুলি কার্যকর হবে। তবে, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ধারা ৩-এর বিধানগুলি এটিকে ওভাররাইডিং শক্তি এবং প্রভাব প্রদান করে, যা পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে একটি যৌথ পরিবারের অধিকার দাবি করে এমন কোনও মহিলাকে বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে না। সংবিধিবদ্ধ ব্যাখ্যার নীতিগুলি নির্দেশ করে যে দুটি বিশেষ আইনের ক্ষেত্রে অ-বাধা ধারা থাকলে পরবর্তী আইনটি সাধারণত প্রাধান্য পাবে।[২৪] বর্তমান ক্ষেত্রে, যেমনটি আমরা দেখেছি, প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এ একটি অ-বাধা ধারা রয়েছে। তবে, বিশেষ আইনের মধ্যে দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, উভয় আইনের প্রভাবশালী উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে নির্ধারণ করা যায় যে কোনটি অন্যটির উপর প্রাধান্য পাবে। দোভাষীকে অবশ্যই প্রাথমিক প্রচেষ্টা করতে হবে, আবগারি নয়। এই আদালতের দুই বিচারকের বেঞ্চ, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বনাম কেতন পারেখের[২৫] ক্ষেত্রে, অনুরূপ বাস্তব পরিস্থিতি পরীক্ষা করে পর্যবেক্ষণ করেছে যেঃ

''২৮. বর্তমান ক্ষেত্রে, দুটি আইন অর্থাৎ ১৯৯২ সালের আইন এবং ১৯৯৩ সালের আইন উভয়ই অ-বাধা ধারা দিয়ে শুরু হয়। ১৯৯৩ সালের আইনের ৩৪ ধারাটি অ-বাধা ধারা দিয়ে শুরু হয়, একইভাবে ১৯৯২ সালের আইনের ৯-এ ধারা ১৩)। তবে ঘটনাচক্রে, এই ক্ষেত্রে ৯-এ ধারাটি পরবর্তীকালে আসে অর্থাৎ এটি ২৫-১-১৯৯৪-এ আসে। অতএব, এটি পরবর্তী আইন যা ১৯৯৩ সালের আইনের উপর ওভাররাইডিং প্রভাব ফেলবে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে উভয় আইনেরই অ-বাধা ধারা থাকতে পারে, সেই ক্ষেত্রে যথাযথ দৃষ্টিভঙ্গি হবে যে, যে বিষয় এবং প্রভাবশালী উদ্দেশ্যের জন্য বিশেষ আইনটি তৈরি করা হয়েছিল তা দেখতে হবে এবং যদি প্রভাবশালী উদ্দেশ্যটি সেই আকস্মিকতা দ্বারা আচ্ছাদিত হয়, তা সত্ত্বেও আইনটি পরবর্তী সময়ে এসে থাকতে পারে, তবুও উদ্দেশ্য এবং কারণগুলি দেখে উদ্দেশ্যটি নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি আরও স্পষ্ট যে ১৯৯২ সালের আইনের ৯-ক নং ধারাটি ২৫-১-১৯৯৪-এ সংশোধন করা হয়েছিল, যেখানে ১৯৯৩ সালের আইনটি ১৯৯৩ সালে এসেছিল।''

(জোর দেওয়া হয়েছে)

[২৪] সলিডায়ার ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম ফেয়ারগ্রোথ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড, (২০০১) ৩ এসসিসি ৭১

[২৫] (২০০৮) ৮ এসসিসি ১৪৮

আইনানুগ ব্যাখ্যার এই নীতিটি পায়োনিয়ার আরবান ল্যান্ড অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড বনাম ভারতের ইউনিয়ন মামলায়[২৬] এই আদালতের তিন বিচারপতির বেঞ্চ দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছিল। বর্তমান ক্ষেত্রে, পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ৩৬, যদিও একটি অ-অবরুদ্ধ ধারার প্রকৃতির নয়, তবে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ধারা ৩-এর অ-অবরুদ্ধ ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যা একটি পৃথক ক্ষেত্রে কাজ করে।

২১. এই ক্ষেত্রে, উভয় আইনই জনকল্যাণ ও স্বার্থের কল্যাণকর দিকগুলি মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর উদ্দেশ্য ছিল ঘরোয়া সহিংসতার সমস্যাগুলি মোকাবেলা করা, যা বস্তু ও কারণগুলির বিবৃতি হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, "ব্যাপকভাবে প্রচলিত তবে পাবলিক ডোমেনে মূলত অদৃশ্য রয়ে গেছে।" বস্তু ও কারণগুলির বিবৃতিগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ভারতীয় আইন বিধির ধারা ৪৯৮ক কোনও মহিলার স্বামী বা আত্মীয়ের দ্বারা নিষ্ঠুরতার বশ্যতা থেকে একটি শাস্তিমূলক অপরাধ তৈরি করেছে, তবে দেওয়ানি আইন তার ঘটনাটি সম্পূর্ণরূপে সমাধান করেনি। অতএব, সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংসদ একটি আইন প্রণয়ন করেছে যা "দেওয়ানি আইনের অধীনে একটি প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে যার উদ্দেশ্য হল মহিলাকে পারিবারিক সহিংসতার শিকার হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং সমাজে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনা রোধ করা।" বিলটির পরিধি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ

"৪. অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিলটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা করতে চায়ঃ-

(i) এটি সেই মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করে যারা অপব্যবহারকারীর সাথে সম্পর্কে রয়েছেন বা রয়েছেন যেখানে উভয় পক্ষই একটি যৌথ বাড়িতে একসাথে বসবাস করেছেন এবং সঙ্গতি, বিবাহ বা বিবাহ বা দত্তক গ্রহণের প্রকৃতির সম্পর্কের মাধ্যমে সম্পর্কিত। এছাড়াও, যৌথ পরিবার হিসাবে একসাথে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্কও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এমনকি যে মহিলারা বোন, বিধবা, মা, অবিবাহিত মহিলা বা অপব্যবহারকারীর সাথে বসবাস করছেন তারাও প্রস্তাবিত আইনের অধীনে আইনি সুরক্ষার অধিকারী। তবে, বিলটি যেখানে বিবাহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রী বা মহিলাকে প্রস্তাবিত আইনের অধীনে স্বামীর যেকোনো আত্মীয় বা পুরুষ সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতা দেয়, সেখানে এটি স্বামীর কোনো মহিলা আত্মীয় বা পুরুষ সঙ্গীকে স্ত্রী বা মহিলা সঙ্গীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার ক্ষমতা দেয় না।

[২৬] (২০১৯) ৮ এসসিসি ৪১৬

(ii) এটি "ঘরোয়া হিংসা" অভিব্যক্তিটিকে সংজ্ঞায়িত করে যা প্রকৃত অপব্যবহার বা হুমকি বা শারীরিক, যৌন, মৌখিক, মানসিক বা অর্থনৈতিক অপব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করে, মহিলা বা তার আত্মীয়দের বেআইনী যৌতুকের দাবির মাধ্যমে হয়রানিও এই সংজ্ঞার আওতায় আসবে।

(iii) এটি মহিলাদের আবাসন সুরক্ষিত করার অধিকারের বিধান করে। এটি কোনও মহিলার তার বৈবাহিক বাড়িতে বা যৌথ পরিবারে বসবাসের অধিকারেরও বিধান করে, সে বাড়ি বা পরিবারে তার কোনও মালিকানা বা অধিকার থাকুক বা না থাকুক। এই অধিকারটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক গৃহীত বাসস্থান আদেশের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়।

(iv) আইটেম ম্যাজিস্ট্রেটকে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঘরোয়া সহিংসতা বা অন্য কোনও নির্দিষ্ট কাজ করতে সহায়তা করা বা করা, কর্মক্ষেত্রে বা অন্য কোনও জায়গায় প্রবেশ করা, তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা, উভয় পক্ষের দ্বারা ব্যবহৃত কোনও সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন করা এবং ক্ষুব্ধ ব্যক্তি, তার আত্মীয়স্বজন বা ঘরোয়া সহিংসতা থেকে তাকে সহায়তা প্রদানকারী অন্যদের জন্য সহিংসতা সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সুরক্ষা আদেশ পাস করার ক্ষমতা দেয়।

(v) এতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে তার চিকিৎসা পরীক্ষা, আইনি সহায়তা, নিরাপদ আশ্রয়, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য সুরক্ষা আধিকারিকদের নিয়োগ এবং বেসরকারী সংস্থাগুলিকে পরিষেবা প্রদানকারী হিসাবে নিবন্ধনের বিধান রয়েছে।"

উপরের উদ্ধৃতাংশটি ইঙ্গিত করে যে এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল মহিলাদের বাসস্থান সুরক্ষিত করার অধিকারের ব্যবস্থা করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া এবং বৈবাহিক বাড়িতে বা যৌথ পরিবারে বসবাসের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া, তা সে যৌথ পরিবারে কোনও উপাধি বা অধিকার থাকুক বা না থাকুক। প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-কে সমস্ত পরিস্থিতিতে একটি প্রধান শক্তি এবং প্রভাবের অনুমতি দেওয়া, পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অর্থের মধ্যে একটি যৌথ পরিবারে কোনও মহিলার অধিকারের প্রতিযোগিতামূলক অধিকার নির্বিশেষে, পরবর্তী আইনটি কার্যকর করার ক্ষেত্রে সংসদ যে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য অর্জন করতে চেয়েছিল তা পরাজিত করবে। প্রবীণ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করার আইনটি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে যে তারা যেন নিঃস্ব না হয়, বা তাদের সন্তান বা আত্মীয়দের করুণায় না থাকে। একইভাবে, আইনগত ব্যাখ্যার মাধ্যমে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ এর উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করা যাবে না।

উভয় ধারার আইনকেই সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। অতএব, ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি গ্রহণ করে উচ্ছেদের আদেশ পাওয়ার সহজ উপায় দ্বারা কোনও মহিলার যৌথ পরিবারের ক্ষেত্রে আবাসনের আদেশ পাওয়ার অধিকারকে পরাজিত করা যায় না।

২২. এই আদালত জানে যে প্রবীণ নাগরিকদের দ্রুত এবং সাশ্রয়ী প্রতিকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ জারি করা হয়েছিল। তদনুসারে, ৭ নং ধারার অধীনে ট্রাইবুনেল গঠন করা হয়েছিল। এই ট্রাইবুনেলগুলির ৮ নং ধারার অধীনে দেওয়ানি আদালতের সমস্ত ক্ষমতা সহ তদন্তের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি পরিচালনা করার ক্ষমতা রয়েছে। দেওয়ানি আদালতগুলির এখতিয়ার প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ২৭ ধারার অধীনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে, ৩ নং ধারার অধীনে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে আবেদনকারীদের দ্বারা চাওয়া প্রতিকারের জন্য অতিরিক্ত প্রভাব, পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ দ্বারা প্রদত্ত অন্যান্য সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক প্রতিকার এবং সুরক্ষাকে বাধা দেওয়ার জন্য ব্যাখ্যা করা যায় না। পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ একটি বিশেষ আইনের প্রকৃতির, যা মূলত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের আকারে লিঙ্গ বৈষম্য সংশোধন করার উদ্দেশ্যে প্রণীত হয়। উভয় আইনের প্রভাবশালী উদ্দেশ্যকে সম্মান জানিয়ে, প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭-এর অধীনে একটি ট্রাইব্যুনালের পক্ষে রক্ষণাবেক্ষণের এমন প্রতিকার প্রদান করা উপযুক্ত হবে, যা প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ধারা ২(খ)-এর অধীনে পরিকল্পিত, যার ফলে পিডব্লিউডিভি আইন, ২০০৫-এর মতো অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীনে প্রতিযোগিতামূলক প্রতিকার এড়ানো যায় না। পিডব্লিউডিভি আইনের ২৬ নং ধারা[২৭] কোনও দেওয়ানি আদালত থেকে যে কোনও আইনি প্রক্রিয়ায় আবাসনের আদেশের জন্য ত্রাণ সহ নির্দিষ্ট কিছু ত্রাণ পাওয়ার ক্ষমতা দেয়। অতএব, যদি কোনও যৌথ বিরোধের অভিযোগ ওঠে, যেমন বর্তমান মামলায় যেখানে মামলার ক্ষেত্রটি আইন দ্বারা সুরক্ষিত দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধের স্থান, তাহলে ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের পক্ষে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫ এবং প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ এর অধীনে দাবিকারী পক্ষগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দাবিগুলি লক্ষ্য করার পরে যথাযথভাবে ত্রাণ গঠন করা উপযুক্ত হবে।

[২৭] ২৬. অন্যান্য মামলা এবং আইনি কার্যধারায় ত্রাণ।-(১) ১৮, ১৯, ২০, ২১ এবং ২২ ধারার অধীনে উপলব্ধ যে কোনও ত্রাণ দেওয়ানি আদালতের সামনে যে কোনও আইনি কার্যধারাতেও চাওয়া যেতে পারে, পারিবারিক আদালত বা ফৌজদারি আদালত, যা এই আইনটি প্রবর্তনের আগে বা পরে এই ধরনের কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল কিনা তা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এবং উত্তরদাতাকে প্রভাবিত করে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত যে কোনও ত্রাণ অন্য যে কোনও ত্রাণের পাশাপাশি চাওয়া যেতে পারে যাতে ক্ষুব্ধ ব্যক্তি দেওয়ানি বা ফৌজদারি আদালতে এই জাতীয় মামলা দায়ের করতে পারেন।

(৩) এই আইনের অধীনে কার্যধারা ব্যতীত অন্য কোনও কার্যধারায় যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোনও ছাড় পান, তা হলে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে এই ধরনের ছাড়পত্রের বিষয়ে অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন।

প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭-এর ধারা ৩-কে আইনের অন্যান্য সুরক্ষাগুলি, বিশেষত পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ১৭-এর অধীনে কোনও মহিলার 'যৌথ পরিবারের' অধিকারকে বাতিল করার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। যদি "ক্ষুব্ধ মহিলা" প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭-এর অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনাল থেকে ত্রাণ পান, তবে তিনি পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ২৬-এর উপ-ধারা (৩) অনুসারে ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিত করতে বাধ্য থাকবেন। এই পদক্ষেপটি নিশ্চিত করবে যে প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ এবং পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর সাধারণ অভিপ্রায়-এর সুরক্ষিত গোষ্ঠীগুলি যারা সমাজের উভয় দুর্বল সদস্য, তাদের দ্রুত ত্রাণ নিশ্চিত করা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হবে। আইনের অধিকারগুলি জীবনে অধিকারগুলিতে রূপান্তরিত হতে পারে, যদি তাদের উপলব্ধি অর্জনে ন্যায়সঙ্গত স্বাচ্ছন্দ্য থাকে।

২৩. প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ২৩ ধারার উপ-ধারা (২)-এর বিধানগুলি বিবেচনা করে বাস্তব পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া গেলে, এটি স্পষ্ট যে এটি এমন পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য যেখানে কোনও প্রবীণ নাগরিকের কোনও সম্পত্তি থেকে রক্ষণাবেক্ষণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে এবং এই জাতীয় সম্পত্তি বা তার অংশ স্থানান্তরিত হয়। অন্যদিকে, আপিলকারীর সহজ আবেদন হল, মামলা প্রাঙ্গণটি পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর ধারা ২(ধ)-এর অর্থের মধ্যে তার 'ভাগ করা পরিবার' গঠন করে। সম্পত্তির ক্ষেত্রে যে ধারাবাহিক লেনদেন হয়েছিল তাও আমরা দেখেছিঃ আপিলকারীর স্ত্রী বিয়ের কয়েক মাস আগে নিজের নামে এটি কিনেছিলেন কিন্তু পরে কয়েক বছর পরে, একটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের অধীনে তার বাবাকে (আপিলকারীর শ্বশুর) বিক্রি করেছিলেন, যিনি চতুর্থ উত্তরদাতার দ্বারা বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে এটি তার স্ত্রীকে অর্থাৎ আপিলকারীর শাশুড়িকে উপহার দিয়েছিলেন। এর সমান্তরালে, আপিলকারী তার শাশুড়ি এবং তার বিচ্ছিন্ন স্ত্রীর বিরুদ্ধে যৌতুক হয়রানির প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন; এবং তার স্ত্রী বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। আপিলকারী চতুর্থ উত্তরদাতার বিরুদ্ধে রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও মামলা দায়ের করেছিলেন এবং বিবাহবিচ্ছেদের প্রক্রিয়া মুলতুবি রয়েছে। এই ঘটনাগুলির পরে, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করেছিলেন। এই সত্য যে প্রবীণ নাগরিক আইন, ২০০৭-এর অধীনে আবেদন দায়ের করার সময় পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে নির্দিষ্ট কার্যধারা চালু করা হয়নি, এমন পরিস্থিতির দিকে পরিচালিত করা উচিত নয় যেখানে উচ্ছেদের আদেশ কার্যকর করা তাকে আইনের অধীনে তার অধিকারের দাবি অনুসরণ করতে বঞ্চিত করে। এই ক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ, কোনও মহিলার বিচারিক প্রতিকার অ্যাক্সেস করতে অক্ষমতা, নিঃস্বতা, অজ্ঞতা বা সম্পদের অভাবের ফল হতে পারে। অন্যথায়ও, আমরা স্পষ্টভাবে এই মতামত পোষণ করি যে, ২০০৭ সালের প্রবীণ নাগরিক আইন অনুসারে বিবেচিত সংক্ষিপ্ত পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া কোনও অংশীদারি পরিবারের ক্ষেত্রে আপিলকারীর দাবিকে পরাজিত করার জন্য তৈরি কৌশলগুলিকে সহজতর করার উদ্দেশ্যে উপলব্ধ ছিল না।

একটি যৌথ পরিবারকে সেই বাসস্থানটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাখ্যা করতে হবে যেখানে আবেদনকারী তার স্বামীর সাথে যৌথভাবে বসবাস করছিলেন। কেবলমাত্র সম্পত্তির মালিকানা পরবর্তীকালে তার শ্বশুরবাড়িতে (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতা) স্থানান্তরিত হয়েছে বা তার বিচ্ছিন্ন স্বামী/স্ত্রী (চতুর্থ উত্তরদাতা) এখন আলাদাভাবে বসবাস করছেন, আবেদনকারীকে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে পরিকল্পিত সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করার কোনও ভিত্তি নেই।

চ সারসংক্ষেপ

২৪. উপরের কারণগুলির জন্য, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে আবেদনকারীর দাবি যে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অর্থের মধ্যে প্রাঙ্গণটি একটি যৌথ পরিবার গঠন করে তা যথাযথ ফোরাম দ্বারা নির্ধারণ করতে হবে। প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭ দ্বারা অর্পিত সংক্ষিপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ করে দাবিটি কেবল এড়ানো যায় না। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উত্তরদাতারা যথাযথ ফোরামের সামনে রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা পরিবর্তনের জন্য প্রবীণ নাগরিক আইন ২০০৭-এর ধারা ১০-এর অধীনে পরবর্তী আবেদন করার স্বাধীনতা রাখেন। উপরের কারণগুলির জন্য, আপিলের অনুমতি দেওয়ার সময়, আমরা নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি জারি করিঃ

(i) আবেদনকারীর বিরুদ্ধে উচ্ছেদের আদেশ নিশ্চিত করে কর্ণাটক হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের বিতর্কিত রায় এবং আদেশটি এই ফলস্বরূপ বাতিল হয়ে যাবে যে সহকারী কমিশনারের আদেশ এবং আবেদনকারীকে মামলা প্রাঙ্গণ খালি করার নির্দেশটি বাতিল হয়ে যাবে;

(ii) আমরা আবেদনকারীকে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে তার প্রতিকারগুলি অনুসরণ করার জন্য উন্মুক্ত রেখেছি, সেই উদ্দেশ্যে, আবেদনকারীর জন্য জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সাহায্য নেওয়া উন্মুক্ত থাকবে এবং যদি আবেদনকারী তা করেন, তবে তার আইনি প্রতিকার এবং অধিকারগুলি অনুসরণ করার জন্য তাকে সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং সহায়তা প্রদান করা হবে;

(iii) এই রায়ের একটি প্রত্যয়িত অনুলিপি পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে চতুর্থ বিবাদীকে প্রাঙ্গণে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনরুদ্ধারের জন্য আইএ ১১১৩৫২/২০২০ অনুমোদিত।

চতুর্থ উত্তরদাতা ভবিষ্যতেও বিদ্যুতের বকেয়া পরিশোধ করতে থাকবেন; এবং

(iv) আবেদনকারীকে পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে তার প্রতিকারগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম করার জন্য, একটি আদেশ এবং নির্দেশ থাকবে যা বি আবেদনকারীকে জোরপূর্বক বেদখল করা, প্রাঙ্গণ নিষ্পত্তি করা বা এক বছরের জন্য যে কোনও তৃতীয় পক্ষের পক্ষে কোনও অধিকার, শিরোনাম এবং সুদ তৈরি করা থেকে বিরত রাখবে, যাতে আবেদনকারী আইন অনুসারে তার প্রতিকারগুলি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। আবেদনকারী অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা সহ যথাযথ আদেশের জন্য পিডব্লিউডিভি আইন ২০০৫-এর অধীনে তার প্রতিকারগুলি সমর্থন করার জন্য আদালতে যাওয়ার স্বাধীনতা রাখে।

উপরের (iii) এবং (iv)-এ থাকা নির্দেশগুলি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪২-এর অধীনে এই আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে উদ্ভূত হয়,

২৫. উপরের শর্তাবলীতে আপিল অনুমোদিত। আবেদনকারী ব্যক্তিগত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে ২৫,০০০ টাকা পরিমাপ করা খরচের অধিকারী।

২৬. মুলতুবি থাকা আবেদন(গুলি), যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যাবে।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি **আপিল অনুমোদিত।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal